# পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণদিবস

## ২ নভেম্বর

প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ❖ ৩ - ৯ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু এবং মৃতব্যক্তিদের
শিক্ষা ও সতর্কবাণী

পরলোকগত পিতা ও মাতাকে স্মরণ করি

মৃতব্যক্তির সৎকার ও অমিমাংসিত লোকবিশ্বাস

# ডিসি নারী হোস্টেল

ভর্তি চলছে !

আমাদের সুবিধাসমূহ

- ঢাকা ক্রেডিটের নিজস্ব ভবন
- স্বল্প খরচে মানসম্মত খাবার
- মনোরম পরিবেশে পড়াশোনার সুবিধা
- পানি, বিদ্যুৎ ও লিফ্‌ট সুবিধা
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা রয়েছে
- কর্মজীবি নারী ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক রুম
- অর্ধেক ফি'তে ব্যায়াম করার জন্য রয়েছে সর্বাধুনিক জিম

সুনীলা ভবন, ক-২৯/এ নন্দা সরকারবাড়ী, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
০১৩২৪৫৩৪৮১৭, ০১৮১২১৬৩৫২৭ /dhakacredit
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

বিজ্ঞ/১৬৬/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

**সম্পাদক**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**

সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**

সংগৃহীত

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**

দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

**মূল্য : ১০ টাকা মাত্র**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ৩৯
০৩ নভেম্বর, - ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
১৮ কার্তিক - ২৪ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

## সম্পাদকীয়

# প্রয়াত প্রিয়জনদের পাশে

মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে সমাজে বেড়ে ওঠে। জীবন চলার পথে সে হাজারো ঘটনা-দুর্ঘটনা অভিজ্ঞতা করে। প্রত্যেকের জন্যই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা করে। আর তা হলো 'মৃত্যু'। সকল পরিবারেরই কোন না কোন মানুষ মৃত্যু বরণ করেছেন। এমন কোন পরিবার নেই যেখান থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করেননি বা করবেন না। তাই মানুষের জন্য মৃত্যু একটি কঠিন ধ্রুব সত্য। রোগে-শোকে কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ স্বাভাবিকভাবে মারা যাচ্ছেন। আবার হত্যা, দুর্ঘটনা, আত্মহননেও অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। তারপরও মানুষের মধ্যে মৃত্যু নিয়ে বা মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে গভীর ভাবনা এসেছে তা গ্যারান্টি দিয়ে কেউ বলতে পারবে না।

স্বাভাবিক ধারায় মানব জীবনের শুরু জন্ম দিয়ে আর সমাপ্তি মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়টিই মানবের জগত জীবন। এ জীবনে পথ চলতে চলতে আমরা একজন আরেকজনের জন্য প্রয়োজনের ও প্রিয়জন হয়ে ওঠি। কাছেরজন বা প্রিয়জন পাশে থাকলে মনে পুলক জাগে ও সাহস বাড়ে। তেমনি প্রিয়জনের মৃত্যুতে হতাশা ও অনিশ্চয়তা আসে। তবে প্রিয়জনের মৃতুতে তিনি যে বিলীন হয়ে যান তা হয়। মৃত প্রিয়জনকে বিভিন্ন সময়েই স্মরণ করা হয়। কেননা তিনি থাকেন আমাদের অন্তরে আমাদের মননে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে মৃতজনেরা আরো বেশি প্রিয়জন। কেননা প্রয়াত এই প্রিয়জনেরা জীবিতকালে যেমনিভাবে পরিবারের মানুষের প্রিয়জন হয়ে ছিলেন এখন মৃত্যুর পর পরিবারের সাথে সাথে ঈশ্বরেরও প্রিয়জন হয়ে ওঠবেন। কেননা খ্রিস্টবিশ্বাসীর কাছে মৃত্যুই শেষ কথা নয়, আছে অনন্ত জীবন।

সকলকে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ পেতেই হবে এ ধ্রুব সত্য জানা সত্ত্বেও মৃত্যু ভাবনা অনেককে ভীত-শঙ্কিত করে। মৃত্যুকে জীবন বাস্তবতায় গ্রহণ করতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হয়। কেননা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমাদের প্রিয় ও আপনজনদের সাথে আমাদের আপাতত বিচ্ছেদ ঘটে। যে বিচ্ছেদ দৃশ্যমানতার কিন্তু বিলীনতার নয়। কেননা যারা আমাদের প্রিয় ও ভালবাসার মানুষ তারা মারা গেলেও আমাদের কাছে বিলীন হয়ে যান না বরং আরো বেশি জাগ্রত হয়ে থাকেন। তাইতো সকল ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষ নিজেদের প্রিয় মৃতজনদের কথা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। খ্রিস্টমণ্ডলীও মৃতদের বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে নভেম্বর মাসটিকে পরলোকগত ভাইবোনদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসর্গ করেছেন। ২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা পৃথিবীতে মৃতলোকদের স্মরণ দিবস পালন করা হয়।

মৃতদের স্মরণ দিবস পালন করার অর্থ হলো মৃতদের সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা এবং আমাদের মরণশীলতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করব তা স্মরণে এনে ভাল ও পবিত্র জীবনযাপন করা। আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা জীবনকালে অনেক ভাল কাজ করে সমাজকে আলোকিত করেছেন। তারা এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর কোন ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, জায়গা-জমি, কোন কিছুই সঙ্গে যাবে না। সবকিছু ফেলে রেখে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে। সুতরাং মিথ্যা রেষারেষি, বিবাদ-বিচ্ছেদ, লোভ-লালসা, তোষামোদ ও ভণ্ডামিতে না জড়িয়ে সহজ-সরল, নির্লোভ জীবনযাপন করি। যাতে করে অনন্ত জীবন লাভের পথে কোন কিছু বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

অনন্ত জীবন লাভের আকাংঙ্খা আমরা আমাদের প্রিয় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই পেয়েছি। আমাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এই সময়টির সর্বোচ্চ ভাল ব্যবহার করে অনন্ত জীবনের জন্য যেন নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। ঈশ্বর আমাদের মৃত প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজনদের অনন্ত শান্তি দান করুন। †

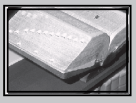

"আর তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালাবাসবে।" (মার্ক ১২ : ৩০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

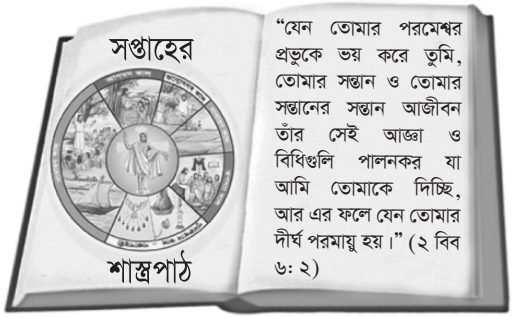


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ

**০৩ নভেম্বর - ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ**

**০৩ নভেম্বর, রবিবার**
২ বিব ৬: ২-৬, সাম ১৮: ১-৩, ৪৬, ৪৯-৫০, হিব্রু ৭: ২৩-২৮, মার্ক ১২: ২৮-৩৪

**০৪ নভেম্বর, সোমবার**
**সাধু চার্লস বরোমেও**, বিশপ, *স্মরণদিবস*
ফিলি ২: ১-৪, সাম ১৩১: ১-৩, লুক ১৪: ১২-১৪

**০৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার**
ফিলি ২: ৫-১১, সাম ২২: ২৫-৩১, লুক ১৪: ১৫-২৪

**০৬ নভেম্বর, বুধবার**
ফিলি ২: ১২-১৮, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, লুক ১৪: ২৫-৩৩

**০৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার**
ফিলি ৩: ৩-৮, সাম ১০৫: ২-৭, লুক ১৫: ১-১০

**০৮ নভেম্বর, শুক্রবার**
ফিলি ৩: ১৭–৪: ১, সাম ১২২: ১-৫, লুক ১৬: ১-৮

**০৯ নভেম্বর, শনিবার**
**লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস**, *পর্ব*
বিবিধ পর্বদিবসের বাণীবিতান থেকে:
যাত্রা ৪৭: ১-২, ৮-৯, ১২ অথবা ১ করি ৩: ৯-১১, ১৬-১৭, সাম ৪৬: ১-২, ৪-৫, ৭-৮, ৯, যোহন ২: ১৩-২২

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**০৩ নভেম্বর, রবিবার**
+ ১৯৯৬ ফা. এডমন্ড গেডার্ট, সিএসসি (ঢাকা)

**০৪ নভেম্বর, সোমবার**
+ ২০১২ সি. ম্যাগ্‌ডেলিন ফ্রান্সিস, আরএনডিএম (ঢাকা)

**০৫ নভেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ১৯৭৪ ব্রা. ফাবিয়ান এফ. ল্যামেস্টার, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সি. এম. ডাইওনোসিউস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সি. মেরী অমের বিশ্বাস, আরএনডিএম (ঢাকা)

**০৬ নভেম্বর, বুধবার**
+ ২০০১ সি. এমেলিয়া থেরিয়াঁ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

**০৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৫৬ মাদার এম. আম্ব্রোজ, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সি. এম. ইমেল্ডা ক্রুজ, আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০১৫ ফা. ফ্রান্সিস গমেজ [সীমা] (ঢাকা)

**০৮ নভেম্বর, শুক্রবার**
+ সি. ভেরোনিক মরিস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮১ সি. মারী হেলেন, এসএসএমআই(ময়মনসিংহ)

# তৃতীয় খণ্ড
# খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

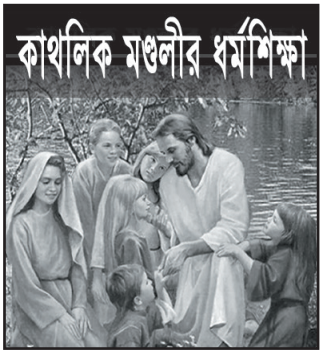


**১৮৪৮** সাধু পল যেমন দৃঢ়ভাবে বলেন, "যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল।" কিন্তু অনুগ্রহকে সক্রিয় রাখতে হলে, পাপের আবরণ খুলে ফেলতে হবে যাতে সে আমাদের অন্তরকে পরিবর্তিত করে, "অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে -আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা"। চিকিৎসক যেমন চিকিৎসা করার পূর্বে ক্ষত পরীক্ষা করে নেন, ঈশ্বরও ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বাণী ও আত্মার দ্বারা পাপকে উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট করে তোলেন:

মন পরিবর্তনের পূর্বদাবি হচ্ছে পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা; এর মধ্যে আছে বিবেকের আভ্যন্তরীণ বিচার আর এই বিচারই মানুষের গভীরতম সত্তায় সত্যের আত্মার কাজের প্রমাণ দেয়, এবং একই সময়ে, নতুনভাবে অনুগ্রহ ও ভালবাসা প্রদান শুরু হয়: "পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর"। এভাবে, "পাপের সম্পর্কে চেতনার" মধ্যে দুটো দান দেখি: বিবেকের সত্যতা এবং মুক্তির নিশ্চয়তার দান। সত্যের আত্মা হলেন আমাদের সান্ত্বনাদাতা।

॥ খ ॥ পাপের সংজ্ঞা

**১৮৪৯** পাপ হল বুদ্ধিশক্তি, সত্য ও সঠিক বিবেকের বিরুদ্ধে অপরাধ; এটি হল কোন সৃষ্টবস্তুর প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার কারণে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি খাঁটি ভালবাসায় ব্যর্থতা। পাপ মানব- প্রকৃতিকে বিক্ষত করে ও মানব-সংহতিকে ব্যাহত করে। সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় যে, পাপ হচ্ছে "শাশ্বত বিধানের বিপক্ষে উচ্চারিত বাক্য, ক্রিয়া অথবা বাসনা। "

**১৮৫০** পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ: "তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে করেছি পাপ; তোমারই চোখে যা কুৎসিত, তাই করেছি আমি।" পাপ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে এবং আমাদের অন্তর সেই ভালবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আদি পাপের মত অন্য সকল পাপ হচ্ছে অবাধ্যতা, ভাল ও মন্দ জানার ও নির্ধারণ করার জন্য "পরমেশ্বরের মত" হওয়ার উদ্দেশে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ। কাজেই, পাপ হল "এমন কি ঈশ্বরকেও অবজ্ঞা ক'রে নিজেকে ভালবাসা।" এই গর্বিত আত্ম-মহিমায় পাপ, যীশুর বাধ্যতা-বিরুদ্ধ বিপরীতধর্মী কাজ, যে-বাধ্যতা আমাদের পরিত্রাণ এনে দিয়েছে।

**১৮৫১** যাতনাভোগের সময়ে, খ্রীষ্টের দয়া যখন পাপকে পরাস্ত করতে যাচ্ছে, তখন পাপের ভয়াবহতার চরম ও বহুবিধ রূপ প্রকাশ পেয়েছে: অবিশ্বাস, জীবন-নাশক ঘৃণা, জনগণ ও সমাজ নেতৃবর্গের প্রত্যাখ্যান ও উপহাস, পিলাতের কাপুরুষতা ও সৈন্যদের নিষ্ঠুরতা, যুদাসের বিশ্বাসঘাতকতা - যীশুর জন্য কতই-না তিক্ততাপূর্ণ, পিতরের অস্বীকার ও শিষ্যদের পলায়ন। তদসত্ত্বেও, অন্ধকারের সেই ক্ষণটিতে, এই জগতের অধিপতির সেই সময়টিতে, খ্রীষ্টের যজ্ঞ- উৎসর্গ সংগোপনে হয়ে উঠল এমন এক উৎস, যেখান থেকে আমাদের পাপমোচন প্রবাহিত হবে অফুরান ধারায়।

॥ গ ॥ বিভিন্ন প্রকারের পাপ

**১৮৫২** পাপের প্রকারভেদ অসংখ্য। পবিত্র শাস্ত্র পাপের কয়েকটি তালিকা প্রদান করে। গালাতীয়দের কাছে ধর্মপত্রটি মাংসের স্বভাব ও আত্মার ফল - এ দু'য়ের মধ্যে একটা পার্থক্য তুলে ধরে: "মাংসের যত কর্মফল তো স্পষ্ট: যৌন অনাচার, অশুচিতা, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, পানোন্মত্ত হইচইপূর্ণ ভোজ-উৎসব, আর ওই ধরনের সমস্ত-কিছু। আগে যেমন এই বিষয়ে আমি বলেছিলাম, এখনও তোমাদের সতর্ক করে বলছি: যারা তেমন আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না।"

# হিন্দু সম্প্রদায়ের দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় দপ্তরের শুভেচ্ছা-বাণী

## বৈচিত্রের মাঝে এবং ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সম্প্রীতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা

**প্রিয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী বন্ধুগণ,**

এ বছর ৩১ অক্টোবর আপনারা আলোর মহোৎসব দীপাবলী উদ্‌যাপন করছেন। এই উৎসব উপলক্ষে ভাটিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পোপীয় দপ্তর আপনাদের আনন্দময় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা জানায়। ঈশ্বর, যিনি আলোর উৎস, তিনি আপনাদের মন-অন্তরকে শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ করুন; আপনাদের পরিবার ও সমাজে প্রসাদ ও সুখ দান করুন।

বর্তমানকালে আমাদের শহর ও দেশগুলো যেন আগের চাইতে বর্তমানে ক্রমবর্ধমান ভাবে আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৃগোষ্ঠিকতা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও মতাদর্শের মানুষ একসাথে পাশাপাশি বসবাস করছে; তা করছে হঠাৎ করেই বা বাধ্য হয়েই, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি অংশেই। এই ভিন্নতাকে অনেকেই একে অন্যের বৃদ্ধি, শিক্ষা ও সমৃদ্ধি হিসাবেই বিবেচনা করে; একই সময়ে আবার পৃথিবীর কয়েকটি অংশের মানুষ এই বাস্তবতাটিকে প্রত্যাখ্যান করে এই ভেবে যে, এই ভিন্নতা হয়ে উঠতে পারে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য ভীতি; এমন কি এই ভিন্নতা মানুষকে নানাবিধ দ্বন্দ-বিরোধের দিকেও পরিচালিত করতে পারে। এই বিষয়টি আসলেই ভাববার বিষয়। তাই কীভাবে খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশ্বাসীরা এই শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই ভিন্নতার মাঝে সম্প্রীতি বাড়িয়ে তুলতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু চিন্তা আপনাদের সাথে সহভাগিতা করতে চাই।

একসাথে সম্প্রীতি নিয়ে বাস করা যে কত কঠিন তা ইতিহাস জুড়েই মানুষ অভিজ্ঞতা করে আসছে। আর এমনটি হয় যখনই মানুষের মধ্যে থাকে বৈচিত্রতা ও ভিন্নতা, আর অনেক সময় এর ফলে উভয়ের মধ্যে প্রকাশ পায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও সূক্ষ বাধা-বিপত্তি। তা সত্ত্বেও, পোপ ফ্রান্সিস যেমনটি বলেছেন, "ইতিহাসের গতিশীলতায় এবং নৃগোষ্ঠি গুলোর বৈচিত্রে, সমাজ ও সংস্কৃতিতে, আমরা এমন এক সমাজ গড়ে তোলার আহ্বানের বীজ দেখতে পাই যা তেমন ভাইবোনদের নিয়ে গঠিত যারা একে অপরকে গ্রহণ করে ও যত্ন নেয় *(Pope Francis, Encyclical Letter Fratelli Tutti, 96, 3 October 2020)*। অতএব, বৈচিত্রতা আমাদেরকে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। অধিকন্তু, মাত্র "সবার জন্য উৎকর্ষ ও সামাজিক অখণ্ডতার সুযোগ করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করেই সম্প্রীতির বীজ বপন করা যায় এবং এর ফসলও কাটা যায় *(ibid. 220)*।

ঐশ প্রকল্পে, বৈচিত্র এবং ভিন্নতাসমূহ কারো অস্তিত্বের পথে ভীতি সঞ্চার করা অর্থে নয়, কিন্তু একসাথে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সহাবস্থানের জন্য একটি উপহার। এগুলো হল যেন কারুকার্য বিশিষ্ট এক বিরাট প্রসাদ যেখানে সকল বর্ণ, বিশ্বাস ও কৃষ্টির মানুষ একসাথে বসবাস করতে পারে। উপরন্তু, এগুলো প্রদর্শন করে বহুরূপে প্রকাশিত আমাদের সবার সাধারণ মানবতা। এগুলো আমাদেরকে সমৃদ্ধ করে এবং এগুলো বৈচিত্রকে শ্রদ্ধা করে।

দুর্ভাগ্যবশত, ঈশ্বরের শক্তিগুণে বৈচিত্রে ও বৈচিত্রের মাধ্যমে সম্প্রীতি স্থাপনের যে ঐশ দর্শন, সেখানে এমনসব মতাদর্শই স্থান করে নিয়েছে যা সমর্থন করে বর্জন ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ধর্মীয় মৌলবাদ, চরমপন্থাবাদ, বর্ণবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ হল কয়েকটি উদাহারণ যা এমনসব মতাদর্শ সমর্থন করে; আর এগুলোই সম্প্রীতিকে ধ্বংস করে এবং এর ফলেই জনগণের মাঝে জেগে উঠে সন্দেহ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, ঘৃণা এবং ভয়-ভীতি এইভাবে মানব ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব স্থাপনের বন্ধন টিকিয়ে রাখার পথে তাদের বাধা দেয়।

এই বর্তমান যুগে আমাদের প্রয়োজন মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা পুনবায় আবিষ্কার করা এবং আমাদের সমাজ, সহর ও দেশগুলোতে ভ্রাতৃত্বের চেতনা পুষ্ট করা যা ঈশ্বরের সন্তান এবং ভাইবোন হিসাবে আমাদের প্রত্যেককে এক বন্ধনে বেঁধে রাখে। এর ফলস্বরূপ আমরা সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে এবং সকল প্রকার নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা ও অমিলকে পরাজয় করতে পারব। (*Pope Francis, Address, Meeting with the Authorities, Ciil Societyand the Diplomatic Corps, Jakarta, 4 September 2024)*।

বৈচিত্রের মধ্যে এবং শত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রীতির বীজ বপন করা একটি বাস্তব প্রয়োজন যা ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, বিভিন্ন সমাজ ও জাতিগুলোর কাছ থেকে বাস্তব পদক্ষেপ ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টার আহ্বান জানায়। গতানুগতিক ধারাগুলো ভেঙ্গে, যারা আমাদের থেকে ভিন্ন বা আলাদা তাদের প্রতি সহানুভূতি ও বোধশক্তি এবং শ্রদ্ধা পোষণ করার জন্য সবারই কাজ করা প্রয়োজন। বৈচিত্র ও ভিন্নতার মধ্যে যে ঐশ্বর্য রয়েছে, বিষয়ে গভীর সচেতনতা, বুদ্ধি এবং স্বীকৃতির জন্য আমাদের সকল পর্যায়ে সংলাপ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সমাজে সম্প্রীতির জন্য প্রচুর সম্ভাবনাময় ধর্মগুলোর সাথে সঞ্চালনযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন; সকল ধর্মীয় নেতার পবিত্র দায়িত্ব হল তাদের অনুসারীদের উৎসাহিত করা তারা যেন সম্প্রীতির জন্য অদম্য প্রচেষ্টা করে।

বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের নিজ নিজ ধর্মীয় ঐতিহ্যই আমাদের ভিত্তি; এবং ব্যক্তি হিসাবে সমাজে আমাদের সম্প্রীতি নিয়ে এক সাথে সহাবস্থান করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা খ্রিস্টান বা হিন্দু হই না কেন, আমরা তাদের সাথে হাত মিলাই যাদের আছে ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং যারা সুইচ্ছাকারী। বৈচিত্র মাঝে এবং শত ভিন্নতা সত্ত্বেও সম্প্রীতি উন্নয়ন বা বৃদ্ধির জন্য আমরা যা পারি সাধ্যমত তাই করব; এটিকে "একটি দায়িত্ববোধ বিবেচনা করে এবং অন্তর্ভূক্তি ও ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে *(Pope Francis, Address, Meeting with the Authorities, Ciil Societyand the Diplomatic Corps, Jakarta, 4 September 2024)*।

আপরাদের জন্য আবারও কামনা করি এক আনন্দপূর্ণ দীপাবলী মহোৎসব।

মিগুয়েল এঞ্জেল কার্ডিনাল আইউসো গুইস্কট, এমসিসিজে
**বিভাগীয় অধ্যক্ষ**
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল, ভাটিকান।

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কাদিয়ক্ক জ্ঞানাকারাত্নে কানকালামালাগে
**সচিব**
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল, ভাটিকান।

***ভাষান্তর:*** *ফাদার প্যাট্রিক গমেজ*
*সেক্রেটারি, সিবিসিবি সংলাপ কমিশন, বাংলাদেশ।*

# মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তিদের শিক্ষা ও সতর্কবাণী

## ফাদার জেভিয়ার পিউরীফিকেসন

**মৃত্যু এক কঠিন রহস্য:** মৃত্যু কথাটা অতি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। মনে হয় এক অন্ধকারময় বিশাল গহ্বর। কোথা যাব, কি হবে না হবে, ভেবে ভেবে গা শিউরে উঠে। একদিন সত্যি সত্যি মাটির নীচে চলে যেতে হবে, কি ক'রে থাকবো, কত কথা মনে আসে। ঈশ্বর যদি মৃত্যুটা না দিতেন, তাহলে কত ভাল হতো। কত কি ভাবনা মনের জানালায় এসে উঁকি মারে। তবুও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু এক রহস্য, আর রহস্য হয়েই রইল।

**আমাদের আয়ুষ্কাল:** মৃত্যু আছে বলেই আমরা আমাদের আয়ুষ্কাল নির্ধারণ করতে পারি। জন্ম জীবনের সূচনা আর মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি। এই জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের সময়টুকুই আমাদের আয়ুষ্কাল। এই সময়টুকু অনন্তজীবনের তুলনায় অতি সামান্য সময়। তাই মানব জীবনের জন্যে প্রতিটা মুহূর্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ। যে মুহূর্তটা চলে যায় তা আর কখনো ফিরে আসবে না মানব জীবনে। সেহেতু, আমরা যেন হেলায় খেলায় সময় না কাটিয়ে প্রতিটা মুহূর্তকে সৎ কাজে ও ঈশ্বর নির্ভরতায় ব্যবহার করি। এই পৃথিবীতে সব কিছুই মরণশীল। কারণ, ঈশ্বরের বিধানে ইহা স্পষ্ট যে, জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য।

**মৃত্যুকে ভুলে থাকা:** আমরা মানুষ যদিও জানি একদিন আমাদের মৃত্যু হবে, তবুও আমরা মৃত্যুকে ভুলে থাকি এবং যে কোন পাপ কাজ ক'রে থাকি। এটাই হল পৃথিবীতে একটি বড় আশ্চর্য কাজ। ভুলে থাকি বলেই পৃথিবীতে এত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, এমনকি আমরা মানুষ পর্যন্ত খুন ক'রে থাকি। নিজের মৃত্যুর কথা একবারও স্মরণ করি না। যদি করতাম তাহলে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতাম এবং নিজ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে প্রার্থনা, সৎকাজ, সেবার কাজ আরও বেশী ক'রে করতাম। তখন ঈশ্বর-নির্ভরতা এবং ঐশরাজ্যের বিষয়কে আরও অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে প্রভুর নির্ধারিত পথে এগিয়ে যেতাম।

**খাটিয়া বা তুম্বার সতর্ক বাণী:** ভুম্বা সবাইকে ডেকে বলছে, শোন হে ভক্ত জনগণ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, এই যে আমি কত শত শত মৃতদেহ আমার বুকে ক'রে বহন করি এবং কবরস্থানে নিয়ে যাই, কোন পারিশ্রমিক নেইনা। মনে রেখো, তোমাকেও একদিন ঠিক তাদের মতই আমার এই বুকে উঠতে হবে। হ্যাঁ ঠিকই, একটু চিন্তা করলে দেখবো, এই ছোট্ট একটি তুম্বা তার কি ক্ষমতা যে, তার বুকে একদিন সবাইকে উঠতেই হবে। হোক সে রাজা বা বাদশাহ, ধনী বা গরীব, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত। সবাইকে সে সাদরে গ্রহণ ক'রে থাকে। আমরা যদি এই ছোট্ট তুম্বাটার কথা একটু স্মরণে রাখতাম যে, একদিন আমাদের এই তুম্বার উপর উঠতেই হবে, তখন মৃত্যুর কথাটাও মনে হতো আর তখন সাবধান হয়ে নিজেদেরকে প্রভুর পথেই এগিয়ে নিয়ে যেতাম আর আধ্যাত্মিক জীবনকে আরও অধিক সুন্দর ক'রে গঠন করতে পারতাম। তাই ইহাকে যেন ভুলে না থাকি।

**মৃতব্যক্তিদের শিক্ষা ও সতর্ক বাণী:** মৃত ব্যক্তিগণ আমাদের ডেকে বলেন, শোন হে ভক্তজনগণ, আমাদের হাতের দিকে চেয়ে দেখ, আমরা খালি হাতে একদিন এ পৃথিবীতে এসেছিলাম, আর এখন খালি হাতেই চলে যাচ্ছি। তোমরাও একদিন খালি হাতেই চলে যাবে। কোন টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, বাড়ী-গাড়ী, জমি-জমা কিছুই সাথে ক'রে নিয়ে যেতে পারবে না। তাহলে কিসের এত অহংকার, কিসের এত ভাইযে ভাইয়ে জমি-জমা নিয়ে ঝগড়া,মামলা! সেহেতু, জাগতিকতাকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিকতাকে আকড়ে ধর। আবার মৃতব্যক্তিগণ এ শিক্ষাও দিচ্ছেন যে, দেখ, তোমরা যে নিজে নিজে তুম্বায় উঠবে ও হেঁটে হেঁটে কবরস্থানে যাবে সেই সামর্থ তোমাদের থাকবেনা। অন্যেরা তোমাদেরকে তুম্বায় তুলে কবরস্থানে নিয়ে যাবে। সেহেতু, আমাদের উপদেশ-কারো সাথে অন্যায় ব্যবহার করো না। কারণ, তারাই একদিন তোমাদের জন্যে কবর খুঁড়বেন এবং তোমাদের মৃতদেহ বহন ক'রে কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে কবরস্থ করবেন। কবর দেয়ার পর তারাই প্রার্থনা করবেন, খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ক'রে তোমাদের শাশ্বত জীবন কামনা করবেন। অর্থাৎ তখন অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। তাহলে এ জীবনে কিসের এত বড়াই? কিসের এত বাহাদুরি?

**কবরের লোকদের সতর্কবাণী:** কবরের লোকেরা আমাদের ডেকে বলছেন, এই যে তোমরা, যারা এখন আনন্দ করছো, খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-ফুর্তি করছো, মনে রেখো, আমরাও একদিন এগুলি ক'রে ছিলাম। কিন্তু এখন মাটির নীচে বন্দি হয়ে কি করুণ কষ্টেই না সময় অতিবাহিত করছি। কিন্তু ভাই, কঠিন ধ্রুব সত্যটা হ'ল এই, তোমরা এখন যেখানে আছ আমরাও একদিন সেখানে ছিলাম, আর আমরা এখন যেখানে আছি তোমরাও একদিন সেখানে আসবে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তাই সুন্দর ক'রে জীবন গড়, ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।

**কবরস্থানের শিক্ষা ও সতর্ক বাণী:** কবরস্থান বলছে, শোন হে প্রিয় ভক্তজনগণ, জেনে রেখো যে, তোমাদের মত হাজার হাজার মানুষ আমার বুকে ঘুমিয়ে আছে। যারা এখানে আসে আমি তাদের সবাইকে আমার বুকে স্থান দেই, হোক সে ভাল বা মন্দ। কাউকে আমি প্রত্যাখ্যান করি না বা প্রতিদান চাই না। সবাইকে আমি খুব যত্ন সহকারে আমার বুকে ঘুম পারিয়ে রাখি। তবে ভ্রাতৃগণ মনে রেখো, তোমাদেরও একদিন এখানে আসতে হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তোমাদেরও আমি প্রত্যাখ্যান করবোনা, সাদরেই গ্রহণ করবো। তবে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হল- তোমাদের সবার সুন্দর মরণ যেন হয়। পথে-ঘাটে যেন মরে পড়ে থাকতে না হয়, কুকুর বা মাছের পেটে যেন যেতে না হয়। সেজন্যে সৎ জীবন যাপন, ধর্ম পালন ও সুমরণের জন্যে প্রার্থনা করার উপদেশ রইল।

**মৃত্যু-দরজার শিক্ষা ও সতর্ক বাণী:** আমাদের সবারই পরম ও চরম লক্ষ্য হ'ল স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা এবং মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে দেখা। তবে স্বর্গে যেতে হলে মৃত্যুর দরজা দিয়েই আমাদের প্রত্যেককে প্রবেশ করতে হয়। আমি স্বর্গে যেতে চাই কিন্তু মরতে চাই না, ভয় পাই, তা কিন্তু হবে না। আমাদের প্রত্যেককে একদিন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা পেতেই হবে, আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতেই হবে। মৃত্যুকে যতই ভয়ংকর বলে মনে হোক না কেন, একদিন ইহাকে গ্রহণ করতেই হবে। সেহেতু, মৃত্যুকে-দরজা বলছে, এমন জীবন তোমরা যাপন কর যাতে মৃত্যুর পর স্বর্গ দূতগণ আনন্দের সাথে তোমাদেরকে এই মৃত্যু-দরজা পেরিয়ে স্বর্গ রাজ্যে নিয়ে আসতে পারেন। যিশুর বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, "সর্বদা প্রার্থনা কর এবং প্রস্তুত থাক, কারণ মৃত্যু চোরের মত কখন আসবে তা তোমরা জান না।" যিশুর এই বাণীটি অনুসরণ ক'রে চললেই একদিন তোমরা অতি সহজেই ঐশরাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

**২ নভেম্বরের শিক্ষা:** শোন ওহে ভক্তজনগন, আমি সারা বছর তোমাদের অপেক্ষায় থাকি, কখন তোমরা কবরস্থানে শায়িত সন্তানদের জন্যে একটু প্রার্থনা করতে এবং চোখের জল ফেলতে আসবে, কিন্তু আস না। মাত্র ২

*বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায় পড়ুন...*

# পরলোকগত পিতা ও মাতাকে স্মরণ করি

## ফাদার যোসেফ মুরমু

ইহজগতে ও পরজগতে প্রত্যেক সন্তানের কাছে জন্মদাতাদের গুরুত্ব বিশাল। জন্মক্ষণ থেকে সন্তান তাদের পিতৃ-মাতৃ ছায়ায় বড় হয়েছে। এখন তারা চোখের আড়ালে, তাদের স্নেহের ছায়ায় আরাম আয়েশ করার সুযোগ নেই। ঐ ছায়া উপলব্ধি করে, তাদের আত্মার শান্তি চাওয়া সন্তানের দায়িত্ব। কৃতজ্ঞপ্রাণে স্মরণ করি, তাদের ক্রোড়ে বেড়ে ওঠার বিচিত্র ঘটনা। ক্রোড়ের স্নেহ-ভালোবাসা তুলনাহীন, কেননা সন্তান যে তাদের রক্ত থেকে জন্মেছে। সংকটে বা আনন্দমুহূর্তে দিনের সূর্যের মতই তারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আভা ছড়িয়ে গেছে। সকল প্রয়োজনে নিত্যসঙ্গি ছিল। জ্বালিয়েছে বড় হওয়ার আলো। জন্মদাতারা সন্তানদের জন্ম দিবস পালন করেছে, পুস্পাঞ্জলির শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। বড় বিষাদের বিষয়, পরলোকগত হওয়ার পর সন্তানেরা ঐ স্নেহধন্য পিতা-মাতাকে ভুলতে বসেছে, মনে নেই, তাই স্মরণ করার ইচ্ছাও শুকিয়ে গেছে। সামনে স্বয়ং উপস্থিত নেই বলে, সন্তান ভুলে বসে, ক্ষতি নেই, তবে ঐ তারিখে স্মরণ না করলেও, নভেম্বর মাসে স্মরণে আনাতো উচিৎ। তাদের জন্য ঈশ্বরের কৃপা-মার্জনা-প্রার্থনা চাওয়া প্রয়োজন। তারা অদৃশ্য জগতে আছেন বিধায়, তাদের জন্যে স্রষ্টার কাছে সঙ্গোপনে মিনতি নিবেদন করা সকল সন্তানদের নৈতিক দায়িত্ব।

পিতা-মাতা পরলোকগত হওয়ার পর দিশাহারা ভাবনা ভাগ্যে জড়িয়ে পড়ে। সন্তান একা হওয়ায়, আত্মীয়স্বজন ও বিষয় সম্পতি থাকার পরেও যেন কিছুই নেই। জন্মদাতা এখন শুধু ফটোফ্রেমে বন্দি, শুধু স্মৃতি। মনে জাগে না পাওয়ার বেদনা, উঠতে-বসতে ওরা নেই, শুধু নেই। তাদের জন্যে বুকের ভেতরে অনুপস্থিতির ব্যথার আর্তনাদ। খাওয়া-ঘুম হারাম। বুকের গহ্বরে যন্ত্রণাটি উছলে পড়ে। পিতা-মাতার উপস্থিতি অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত, সম্পর্ক মলিন, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা প্রবল; কোথায় যেন তাদের স্নেহ-আদর ফুরিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গসুখ ঘনকুয়াশায় নিমজ্জিত। এরপরেও তাদের স্মরণ করা হোক বা না হোক, কিন্তু অজান্তে কিছু ঘটনার প্রবাহ ও তাদের স্মৃতি ও ইতিকথা অন্তর মাঝে উদয় হয়, তা সাক্ষাতের বাসনা জাগ্রত করে। তখন নিজেকে অপরাধী মনে হওয়া স্বাভাবিক, এই জন্যে হিসাব নিকাশ শুরু হয় তাদের প্রতি অমনোযোগিতার কারণ কতদিন বা কত বছর। এ জন্যে অনুতাপ ভাব খোঁচা মারে বুকে, নীরবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জেগে ওঠে, সমাধিতে বা ফ্রেমে বাঁধা ছবিতে পুস্পমাল্য প্রদানের মনোযোগিতা বাসনায় চলে আসে।

সন্তানকে পৃথিবীতে জীবন-আত্মা-সত্তা দেয়ার মধ্যে তারা মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করেননি। প্রথমদিনই সন্তানকে সামাজিক পরিচয়-পরিচিতি দিয়েছে। যাজক গির্জায় মাণ্ডলীক ক্রিয়ায় সন্তানকে সাতটি সংস্কারের অধিকার প্রদান করে বৈধ্য সদস্য বলে ঘোষণা করেছেন। মণ্ডলী দীক্ষাস্নান সংস্কারের অধীনে আনুষ্ঠানিকতায় সন্তানকে খ্রিস্টান স্বীকৃতি দান করেছেন। এভাবে সন্তান সংস্কারগুলোর সংস্পর্শে পবিত্র জীবন লাভে ধন্য, অধিকার প্রাপ্ত। জীবনের স্বায়ংকালে রোগীলেপন সংস্কারে ঐশ পিতার হাতে সমর্পিত হবে। স্বর্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করবে। পিতা-মাতাও ঈশ্বরের হাতে একটি সময়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাদের জীবন অবসান হওয়ার আগে-পরে অধ্যাত্ম কি থাকে, কারোর জানার কথা না, তবুও এটুকু মনে হয় যে, আত্মা স্বর্গে পিতার সঙ্গে সুখে রয়েছে। তারা যখন পরলোকগত হয়েছেন, তখন তাদের স্মরণে আনতে হবে। শুধু স্মরণ নয়, ঐ দিন তাদের জন্য মাণ্ডলীক রীতি অনুসরণ করে বাড়িতে বা গির্জায় খ্রিস্টযাগ ও প্রার্থনার আয়োজন করা আবশ্যক, তবেই তো ফুলের ও মোমবাতি মূল্যবান হয়ে উঠবে, তাদের স্মরণ দিবসটি মনের অভ্যন্তরে প্রশান্তি ফিরিয়ে দেবে। সাংসারিক পরিমণ্ডলে জীবিত থাকতে তাদের কোন সন্তানের পরলোকগত হওয়ার পরে, তারা তাকে বছর বছর ঐ তারিখে স্মরণ করতে অন্য সন্তানদের তাগিদ দেয়। এই আদর্শ সকল সন্তানকে অনুসরণ করতে হয়।

পরিবারে জীবিত বয়স্ক/বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন খুব কঠিন, কারণ প্রচুর অর্থ খরচ হয় বলে, কিন্তু এখন? এখন তো খরচ নেই, কোন রাগ-বিরাগ নেই, দাবি-দাওয়া নেই, তবে কেন যেখানে তারা শায়িত রয়েছেন অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়েছেন, কেন তাদের সমাধি বছর জুড়ে গোছানো রাখা হয় না, কোন অজুহাতে অবহেলা করা চলে না। স্মরণ করি, জীবিতকালে তারা সন্তানকে সুরক্ষা ও পরিপাটি রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সন্তানের কোন ক্ষতি সহ্য করেননি, কিন্তু শোধরানোর নিমিত্তে সন্তানকে শাসন করেছেন, আদর-স্নেহ দিয়েছেন এবং সুখে-দুঃখে সন্তানকে আলিঙ্গনে রেখে জীবনের সুখ-সমৃদ্ধ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ এই ধরণের সমাদর তখন প্রয়োজন ছিল। তাদের পিতৃত্ব-মাতৃত্বের সমাদরের ঘটনা সামনে এনে এখনকি কৃতজ্ঞতায় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখা সমীচীন নয়? অবশ্যই সমীচীন, কেননা, এর বেশী আর কিইবা দেবার আছে, যা আছে তা হলো মাণ্ডলীক রীতিতে তাদের আত্মিক কল্যাণ কামনা করা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ত্যাগস্বীকার করা, মঙ্গল কামনায় উপবাস রাখা ও মানত করা। সময় সুযোগ নিয়ে বছরের যে কোন সময় সমাধি স্থানে গিয়ে প্রার্থনা অর্ঘ্য নিবেদন করা, বিশেষভাবে, নভেম্বর মাসে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করা।

পবিত্র খ্রিস্টমণ্ডলী স্বর্গনিবাসীদের বার বার ঈশ্বরের চরণে নিবেদন ও প্রার্থনা করার উপযুক্ত মাস ও কাল রেখেছে, সেদিন সন্তান ও আত্মীয় স্বজনদের যথা মর্যাদায় পালন, ও সমাধির নৈকট্য গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। নভেম্বর মাস জুড়ে যে দিনগুলো রয়েছে বা থাকে, কোন একটি দিন বেছে নিয়ে ধূপকাঠি, মোমবাতি জ্বালিয়ে ও পুস্পমাল্য প্রদান করে সমাধির ছোঁয়া নেয়া, ভালো হৃদয়ের দায়িত্ব বলে প্রকাশ করে। এ দিন স্মৃতিচারণ করতে হবে পিতা-মাতা সন্তানকে পরিবারে জন্ম দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রক্ষাবেক্ষণ করেছেন, যেন সে সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠে, নতুন পিতা-মাতা হতে পারে, আর ঈশ্বরের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে নতুন প্রজন্মের পথ প্রসারে জড়িত থাকে। তাদের সব দায়িত্বের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে। পিতা ঈশ্বর পরলোকগত পিতা-মাতাকে স্বর্গে সুখ দান করুন।

*৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ*

নভেম্বর আসলেই তোমরা হুমড়ি খেয়ে এসে পড় কবরের উপর। আমার প্রিয় ভক্তজনেরা জেনে রেখো, এই একদিনই যথেষ্ট নয়। কবরস্থানে শায়িত ভক্তজনেরা সারা বছর তোমাদের অপেক্ষায় থাকে কখন তোমরা এসে তাদের আত্মার মঙ্গল কামনা করবে। তাই আমার পরামর্শ হ'লো, মৃত ভক্তদের জন্যে প্রার্থনা করতে আসতে ভুলে থেকোনা। আর তোমরাও এমন ভাবে জীবন গঠন কর এবং সকলে প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠো যাতে তোমার যখন একদিন এখানে শায়িত হবে তখন যেন সবাই তোমাদের মঙ্গল কামনার্থে সর্বদা কবরের বুকে ছুটে আসে। কারণ, মৃত্যুই শেষ কথা নয়, আছে অনন্ত জীবন।

# মৃত ব্যক্তির সৎকার ও অমিমাংসিত লোকবিশ্বাস

**সাগর কোড়াইয়া**

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার মিশনগুলো বাঙালি অধ্যুষিত। বোর্ণী, বনপাড়া, মথুরাপুর, ফৈলজানা, ভবানীপুর ও রাজাপুর মিশনের খ্রিস্টানদের আদি ইতিহাস ভাওয়ালের সাথে জড়িত। ভাওয়াল থেকে আগত পূর্বপুরুষগণ উত্তরবঙ্গে অভিবাসী হওয়ার সময় ভাওয়ালকেন্দ্রিক খ্রিস্টীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। শত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও সেগুলো চর্চা করতে কখনো ভুলে যাননি। বরং সময়ের পরিক্রমায় কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এলাকাভেদে আরো অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মৃত্যুতে কিছু রীতি-নীতি বা সংস্কার দেখতে পাওয়া যায়। আর এই রীতি-নীতিগুলো হিন্দুধর্মের রীতি-নীতির সাথে অনেকাংশে মিলে। অবশ্য সেগুলো নিজেদের মতো করে নেবার পরও যথাযথ ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না। প্রায় পাঁচশত বছর আগে ভাওয়াল অঞ্চলে হিন্দুধর্মের শ্রেণীভেদাভেদের কারণে নিচু শ্রেণীর হিন্দুরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেও তারা অতীত অনেক কিছুই ভুলতে পারেননি। বরং বংশ পরম্পরায় সেগুলো আজও জীবিত। আর এ ক্ষেত্রে মৃতের সৎকার ও পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতায় পরম্পরাগত লোকবিশ্বাস বেশ পাকাপোক্তভাবেই শিকড় গেঁথে আছে।

ভাওয়ালবাসীদের পরিবারে কেউ মৃত্যুপথ যাত্রী হলে আত্মীয়-স্বজনরা শেষ দেখার আশায় এসে জড়ো হন। অনেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সবাইকে একত্রিত করে মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য ক্ষুদ্র প্রার্থনাও করে থাকেন। তবে অত্র এলাকায় রোগীলেপন সংস্কার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। ভাওয়াবাসী খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যাজকের মধ্য দিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীলেপন সংস্কার লাভ করলে পাপের ক্ষমা পেয়ে স্বর্গে যেতে পারবে। পরিবারে কেউ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজন অথ বা সমাজের এক বা একাধিক ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়ে নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুর খবর জানান।

মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির মাথার কাছে একটি ক্রুশ, মা মারীয়ার প্রতিকৃতি ও বাইবেল স্থাপন করা হয়। যদি সুযোগ থাকে তাহলে মারা যাবার দিনই কবরস্থ করা হয়। অন্যথায় মৃতদেহ পরের দিনের জন্য রেখে দেওয়া হয়। মৃতদেহের মাথার নিকট আগরবাতি জ্বালানো হয়। আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন সম্ভবত ইসলামী ঐতিহ্য থেকে কোনভাবে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মধ্যে এসেছে। রীতি রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে সমাহিত করা না পর্যন্ত ঐ বাড়িতে রান্না করা যাবে না। বরং পাশের বাড়িতে আগত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা থাকে।

আত্মীয়-স্বজন না আসা পর্যন্ত মৃতদেহ রাখা হয়। গ্রামের মহিলা ও আত্মীয়-স্বজন মৃত ব্যক্তির পাশে বসে প্রার্থনা ও মৃতলোকের উদ্দেশে গান করেন। গানগুলো একটু ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। মৃতদেহ সারারাত জেগে পাহারা দেওয়ার চিত্রও লক্ষ্যণীয়। নিয়ম অনুসারে মৃতদেহ গোসল করানোর পর মৃতব্যক্তির প্রিয় পোশাক পড়িয়ে কফিনে দেহ রাখা হয়। গোসলের সময়ও রয়েছে ভিন্ন ধরণের গান। আর এই গান শুধুমাত্র বোর্ণী ধর্মপল্লীতে মহিলাদের দলবেঁধে গাইতে দেখেছি। অত্র এলাকায় সাধারণত মিশনকেন্দ্রের কবরস্থানে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। কফিনের সাথে মৃতব্যক্তির প্রিয় কোন বস্তুও অনেকে দিয়ে থাকেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে মৃতব্যক্তির কল্যাণে প্রার্থনা করার রীতি সম্পূর্ণ খ্রিস্টীয় রীতিনীতি। এছাড়াও বলা হয়ে থাকে যে, কবরস্থ করার সময় যারা উপস্থিত থাকেন সবাই নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানের দিন বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত থাকতে পারেন।

এখানে একটি বিষয় বলে রাখা প্রযোজ্য। জানি না এটি কি প্রকৃতির অনুশাসন বা রীতিনীতি! গত বছর আমার বাবার মৃত্যুর পরের দিন কবরস্থ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তবে আগেরদিনই গোসল করিয়ে বারান্দায় কফিনে রেখে দেওয়া হবে। মৃতদেহ গোসল করানোর পর ঘরের বাহিরে কফিনে এনে বাবার মৃতদেহ রাখা হয়। যেই ঘরের বারান্দায় নেওয়া হবে তখনই একজন এসে বললো, এখন ঘরে উঠানোর নিয়ম নেই। আমি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাতেই বললো, গোসল করানো হলে বাইরে রাখার নিয়ম অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। কেন এই নিয়ম বলতে পারেন, জিজ্ঞাসা করাতেই লোকটি সেখান থেকে সরে গেল।

আরেকটি ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। বাবার মৃতদেহ গোসল করানোর সময় আমার মায়ের বয়সী কয়েকজন মহিলা মাকে বাবার মৃতদেহের পাশে নিয়ে এসে হাতের চুড়ি খুলে দেয়। এই বিষয়টিও কেন জানি হিন্দুয়ানীর সাথে অনেকটা মিলে যায়। হিন্দুদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর কয়েকজন মহিলাকে স্ত্রীর হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দিতে দেখেছি। অনেক সময় শাঁখা ভাঙ্গতে গিয়ে রক্তারক্তির ঘটনাও ঘটে যায়। আমাদের খ্রিস্টান সমাজে এই ধরণের নানাবিধ অমিমাংসিত ও অজানা কার্যক্রম রয়েছে যেগুলোর সদুত্তর কারো জানা নেই। তবে আমরা যে এখনো পুরোনোকে ছাড়তে পারিনি তাই এর প্রমাণ।

হিন্দু ধর্ম থেকে আসা আরো কিছু আচার-আচরণ হচ্ছে মৃতদেহ বাড়ি থেকে বের করার সময় ধীর লয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে শোক ও দুঃখের কীর্তন করে মিশনকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। মৃতদেহ বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় পাত্রে করে গোবর পানি বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে শূচি করার রীতিও লক্ষ্যণীয়। মৃতব্যক্তির বাড়িতে প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘরের এক কোণে একটি পাত্রে চাল, গ্লাসে পানি এবং একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেন, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে এগুলো উৎসর্গ করতে হয়। মৃতব্যক্তি নাকি এই খাবারগুলো খেতে আসে। এছাড়াও মারা যাওয়ার চল্লিশ দিন পর চল্লিশা ও পরবর্তীতে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মেরই অংশ। তবে মুসলমানদের মধ্যেও চল্লিশা পালন রীতি দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় দেখতাম, মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার পাশাপাশি তার ব্যবহৃত কাপড় ও জিনিসপত্র পুড়িয়ে ফেলা হতো। এখন অবশ্য হয়েছে ঠিক ভিন্ন। মৃতব্যক্তির জিনিসপত্র ভাগাভাগি নিয়ে মনোমালিন্য শুরু হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের এই আচারগুলো যুগ যুগ ধরে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মধ্যে গেঁথে আছে এবং বেশ পাকাপোক্তভাবেই রয়েছে।

মৃত ব্যক্তির সম্মানে নিকটাত্মীয়দের (রক্ত বংশীয়) তিনদিন নিরামিষ খাওয়ার বিষয়টি হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি থেকে ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মধ্যে এসেছে বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া তিনদিনের দিন নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানও (আহারের সাথে মাছ মাংস খাওয়া) হিন্দুধর্মের রীতিনীতি থেকে আসা। উল্লেখ যে, নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানের দিন রাস্তার তেমাথায় (তিন রাস্তার মিলনস্থল) খাবার রেখে আসার একটি রীতি প্রচলিত রয়েছে। আমার বাবার নিরামিষ ভাঙ্গার দিন খ্রিস্টযাগের পর আমরা কয়েকজন ফাদার, সিস্টার দুপুরের

আহারে বসেছি। হঠাৎ আমারই একজন নিকটাত্মীয় এসে আমাকে ডাকতে শুরু করে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললো, রাস্তার তেমাথায় তোমাকে খাবার নিয়ে যেতে হবে। শুনে আমি অবাক! জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কেন নিয়ে যাবো? আমাকে বললো, মৃতব্যক্তির ছেলেকে নিয়ে যেতে হয়।

অনেকের কাছে রাস্তার তেমাথায় খাবার দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করেও সঠিক উত্তর পাইনি। প্রত্যেকের একই উত্তর, পূর্বপুরুষদের এই রীতি পালন করতে দেখেছি তাই আমরাও করি। আবার অনেকে বলেন, মৃতব্যক্তি পশু-পাখির রূপ ধরে এসে তেমাথা থেকে খাবার খেয়ে যাবে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও ধর্মতত্ত্বে মৃতব্যক্তির পশু-পাখির রূপ ধরার কোন বিশ্বাস নেই। বরং মৃত ব্যক্তির পশু-পাখির রূপ ধারণ হিন্দু বিশ্বাসের একটি অংশ। নিরামিষ ভাঙ্গার দিন মৃতব্যক্তির ছেলেসন্তানেরা মাথা ন্যাড়া করে। অনেকে ন্যাড়া না করাকে গর্হিত কাজ হিসাবেই দেখে থাকে। আমার বেলায়ও ঠিক তাই হয়েছে। ন্যাড়া না করাতে অনেকের কটুক্তিও শুনেছি। এক সময় স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে সাদাশাড়ি পড়ে থাকতে হতো। অর্থাৎ সাদা শাড়ি পড়লেই বুঝে নিতে হতো ইনি বিধবা। এছাড়াও বিধবা স্ত্রীর নিরামিষ তরকারি খাবার রীতিও এক সময় ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানদের মধ্যে পোক্তভাবেই ছিলো। এমন কি বিধবা স্ত্রী আর বিয়েও করতে পারতো না। আর এগুলো সবই হিন্দুয়ানী রীতিনীতি ছিলো। তবে এখন এই রীতিগুলো তেমন চোখে পড়ে না।

সময়ের পরিক্রমায় অনেকে অনেক রীতি-নীতিগুলো মানতে চান না। তবে মৃতব্যক্তির সৎকারে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসপূর্ণ অনুষ্ঠানের বেলাতে অবশ্যই মানা উচিত। গির্জাঘরে মৃতদেহ রাখা এবং যাজক কর্তৃক খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও সমাধির জন্য প্রার্থনা করা বিশ্বাসেরই অংশ। শেষে কবর আশীর্বাদ করার মধ্য দিয়ে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানে খ্রিস্টধর্মীয় প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ খ্রিস্টীয় রীতি-নীতিরই অংশ। অত্র এলাকার ভাওয়াল খ্রিস্টানদের মধ্যে কবরস্থানে গিয়ে প্রার্থনা করার রীতি লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে কারো মৃত্যুর পরে আত্মীয়-স্বজনরা চল্লিশ দিন কবরস্থানে মৃতব্যক্তির কবরে প্রার্থনা করতে যান। এছাড়াও বড়দিন, পাস্কাপর্ব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানেও অনেকেই কবরস্থানে যান।

নভেম্বর মাস ভাওয়াল খ্রিস্টানদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ২ নভেম্বর কবরস্থানে খ্রিস্টযাগে ব্যাপক সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। বলতে গেলে গোটা নভেম্বর মাসই ভাওয়াল খ্রিস্টানদের জন্য কবরস্থান অনেকটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মৃতব্যক্তির মৃত্যুবার্ষিকীতে গির্জায় খ্রিস্টযাগে উদ্দেশ্য প্রদান এবং বাড়িতে খ্রিস্টযাগ বা প্রার্থনা করানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। প্রতিটি বাড়িতেই মৃতব্যক্তির ছবি ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে তাতে ফুল বা রোজারীমালা ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। ছবিটি এমন জায়গায় ঝুলানো হয় যাতে বাড়ির সব জায়গা থেকে প্রিয়জনের ছবিটি দেখা যায়।

প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যেই মৃত্যু খুবই স্পর্শকাতর। মৃত্যুর পর সৎকার ও রীতিনীতি পালনে ভিন্নতা লক্ষ্যণীয় হলেও সবার লক্ষ্য মৃত্যুব্যক্তির স্বর্গলাভ। ভাওয়ালবাসী খ্রিস্টানগণও এর থেকে বাহিরে নয়। মৃতব্যক্তির সৎকার ও পরবর্তী লোকবিশ্বাস নিজেদের অতীতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্বপুরুষগণ হিন্দুধর্ম থেকে আসা বিধায় হিন্দুয়ানী অনেক বিষয় এখনো চর্চা করতে দেখা যায়। এত বছর পরও ভাওয়ালবাসী অনেক কিছুই ছাড়তে পারেনি। যেগুলো এখনো রয়ে গিয়েছে তা বাতিল বা বর্জন কে করবে তাও অজানা। অদৌ কি বাতিল করা প্রয়োজন? যদি প্রয়োজন পড়ে বা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয় তবে অমিমাংসিত লোকবিশ্বাসের সঠিক ব্যাখ্যা জরুরী।


**MATHBARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.**

**মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**

০৩/১১/২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

## বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির ২৫/১০/২০২৪ তারিখের বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১০/০১/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ৮:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২৫ খ্রিস্টাব্দ ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যালয় জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ সহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হলো।

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,**

**টারজেন যোসেফ রোজারিও**
**সেক্রেটারি**
**এমসিসিসিইউএল**

**রঞ্জন রবার্ট পেরেরা**
**চেয়ারম্যান**
**এমসিসিসিইউএল**

বিজ্ঞ/১৭০/২৪

# একটি মৃত্যু, আমাদের সংস্কার এবং করণীয়!

**পল্লব এল ডি' রোজারিও**

মরার খবর নাকি রকেটের থেকে দ্রুতবেগে দৌড়ায় আর এখন তো একটি টিপ দিলেই সারা পৃথিবীতে নিমেষে সবাই জেনে যায়! অতঃপর কাছে দুরের সকলে ছুটে মৃতের বাড়িতে চলে আসে, কেউ চুপিসারে, কেউ বা গড়াগড়ি করে উচ্চশব্দে কান্নাকাটি করতে থাকে! তবে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রিয়জনের জন্য পুরুষ আত্মীয় স্বজন থেকে মা, কন্যা, স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয় স্বজনদের মৃতের কবরস্থ করা পর্যন্ত বেশি বেশি শোক প্রকাশ ও কান্নাকাটি করতে!

অতঃপর কবর খোঁড়ার জন্য লোকজন ডাকা হয় এবং এতে শরিক ও পাড়া প্রতিবেশিরাই এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে! তারা মাটি খোঁড়া থেকে শুরু করে মরদেহ নামানোর পর কবর ভরাট করে দিয়ে আসেন! এই কাজের জন্য তারা তেমন কোন টাকা পয়সা চান না তবে একটু জলীয় পদার্থ ও সিগারেট দিলেই খুশী হন আর এটা এখন স্বীকৃত সামাজিক রীতি! তবে শহরে মিশনের নির্ধারিত লোক দিয়েই কবর খনন করতে হয় যার জন্য একটা নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ মিশনে জমা দিতে হয়!

দশ পনের বছর আগেও দেখতাম যিনি সমাজ ও মিশনের জন্য ভালো কাজ করে গেছেন এবং যারা বিত্তবান ও প্রভাবশালী ছিলেন তাদেরকে বিশেষ সম্মান দিয়ে কীর্তন করে কবরস্থানে নিয়ে আসা হয়!

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন এই রীতি নীতির ও পরিবর্তন, পরির্বধন ঘটেছে! মাদকাসক্ত কিংবা সমাজের বিভিন্ন অপকর্মের সহিত জড়িত প্রমাণিত ব্যক্তিদেরকেও কীর্তন করে বিশেষ সম্মান দিয়ে কবরস্থ করা হয়! হয়তো বলবেন মরার পর জাতপাতের ভেদাভেদ কি! ভেদাভেদ থাকতেই হবে, না হলে যে এই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে!

এখন আবার মরার ভিডিও এবং ফটোকালচার বা ফটোসেশানও শুরু হয়েছে! আমাদের অনেকেরই আত্মীয় স্বজন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানের কারণে এই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর দিন থেকে শুরু করে নিরামিশ এমনকি চল্লিশার দিনও মরার খবর দেখানো হয়। যেটা ডিজিটাল বাংলাদেশের বড় আশীর্বাদ! কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে উনি জীবিত থাকার সময়ে আমাদের অনেকেরই উনার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তোলার সময় হয়তো হয়নি বা ছবি তোলার প্রয়োজন বোধ করিনি!

যেদিন কবর দেওয়া হয় সেই দিন সন্ধ্যায় মৃতের বাড়িতে রোজারীমালা প্রার্থনা করা হয়! প্রার্থনা শেষে টিনের চালে, ঘরের ছাদে এবং ঘরের পিছন দিকে অনেকটা পরিমাণ বাতাসা ছিটানো হয় তারপর সকলকে সেই বাতাসা দেওয়া হয়! এখন প্রশ্ন শয়তান আগে না মানুষ আগে? সমাজপতি ও প্রবীণরা বলে থাকেন মরার পর নাকি মৃতের আত্মা কাক হয়ে ঘরের চালে বা ছাদে অবস্থান করেন তাই তাকে বাতাসা দিয়ে বিদায় করা হয়! ডিজিটাল যুগে একি কুসংস্কার! খাবারের অপচয় ও আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস যার কোন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা নেই!

অতঃপর ঐদিন প্রার্থনার পর সন্ধ্যাবেলায় তিনদিনের দিন নিরামিষ ভাঙ্গার আয়োজনের ব্যাপারে বাড়ির প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মুরব্বিগণ, শরিক ও পাড়া প্রতিবেশিদের নিয়ে এক গুয়ামেলের মত সভা অনুষ্ঠিত হয়! যেখানে মৃতের বাড়িতে মিশা কয়টায় শুরু হবে কত লোকের আয়োজন হবে, কি কি রান্না করা হবে! কবর খোঁড়ার লোক, কীর্তন গাওয়া দল, বিভিন্ন সংগঠন, সমিতি, শরিক, প্রতিবেশি, আত্মীয় ও অনাত্মীয় মিলে আজকাল অনেক লোকের সমাগম হয়! ঐ মৃতের পরিবার যদি সক্ষম হয় খরচ একা বহন করেন, আর তা সম্ভব না হলে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টাকা উঠিয়ে হলেও একটি সম্মানজনক নিরামিষ ভাঙ্গা চাইই চাই; তা না হলে সম্মান থাকেনা! অতঃপর ঐ রাতে ডাল ভাতের আগে একটু ঢালাঢালীর যে আয়োজন করতেই হয়! আর অন্য দিকে যার আপনজন মারা যায় তার বা ঐ পরিবারের যে কি কষ্ট, অনেকে মানসিক ও শারীরিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ে! অতঃপর কি ভাবে তাদের অনাগত দিন যাপিত হবে এটা নিয়ে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের হৃদয় মন কতটুকু নাড়া দেয় তা ভাবার বিষয়!

দ্বিতীয় দিনে বাজার ঘাট এবং সন্ধ্যায় কাটা ছোলা লেগে যায়। কেমন জানি উৎসব উৎসব ভাব! অতপর আবার একটু জলীয় দ্রব্যের আদান প্রদান এ যেন মরা বাড়িতে খুবই সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়ছে!

তৃতীয় দিন ভোর থেকেই নিরামিষ ভাঙ্গার খানা পিনার আয়োজন করতে ডেকোরেটরে বড় বড় ডেকে শব্দ করে রান্নার কাজ শুরু হয়! বাড়ির লোক ও শরিকরা গোল করে চুলার পাশে বসে বিভিন্ন গল্প গুজব, চা সিগারেট খাওয়ায় মেতে থাকে! দেখে বড়ই কষ্ট হয় এটা যে একটা শোকের অনুষ্ঠান যেটা আমাদের তথাকথিত সমাজপতিরা ও যুব ছেলেমেয়েরা ভুলে যায়!

সাধারণত দুপুর ১২ টায় নিরামিষ ভাঙ্গার মিশা শুরু হয়! প্রথম দিকে মিশায় তেমন লোকজন দেখা না গেলেও যতই খাবারের সময় ঘনিয়ে আসে ততই লোকজনের সমাগম বাড়তে থাকে। এমনকি পাশের বাড়ির সদস্যগণ সবার শেষে আসেন যা অবশ্যই কষ্টদায়ক এবং দৃষ্টিকটু! মিশার পর মৃত ব্যক্তির সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থান বুঝে সাধারণত সমাজের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবর্গ স্মৃতিচারণ করতে থাকেন! যার জন্য যা প্রযোজ্য তা হলেই ভালো হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় জীবিতকালের দুষ্ট ও অনিষ্টকারী ব্যক্তিরা আমাদের কারও কারও বক্তব্যে সাধু ব্যক্তি বনে যান! কিন্তু এমন হয় আমাদের অনেকেই জীবিত বা অসুস্থ অবস্থায় ঐ মৃত ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগই পায়নি অথবা প্রয়োজনবোধ করিনি! এমন কি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সারাজীবন সমালোচনা ও কুৎসা রটিয়েছেন! আমাদের বর্তমান সমাজ কেমন যেন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে!

স্ত্রী মারা গেলে তেমন কোন সংস্কার বা কুসংস্কার দেখিনা কিন্তু স্বামী পরবাসী হলে কবর দেওয়ার দিন থেকে স্ত্রীকে অনেক রীতি নীতি পালন করতে হয়!

অতঃপর দুপুরের খাবার রান্নার পর কয়েকটা মাটির পাতিল দিয়ে "আহড় খাবার" বা তাজা গরম গরম যে খাবার রান্না করা হয়েছে তা জঙ্গল বা তিন রাস্তার মোড়ে দিয়ে আসতে হয়! এটা নাকি আমাদের প্রিয়জন যার জন্য এত প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ ও বক্তব্য সে নাকি ভুত হয়ে বাড়ির পাশের জঙ্গলে বা তিন রাস্তার মোড়ে খাবার খেতে আসে! যে বাড়ীতে ফাদার ব্রাদার সিস্টার

সহ শত শত লোকের জন্য এত খাবারের আয়োজন, যেখানে যিশুর ভোজ দেওয়া সেখানে মানুষের খাবারের আগে ভুতের খাবার দেওয়া হয়! এই ধরণের সংস্কার কোন কিতাবে লেখা আছে তা জানতে চাই! এটা কি যিশুকে অপমান নয়, অনেক অর্থ খরচ ও কষ্ট করে রান্না করা খাবারের অপচয় নয় কি? এটাকে কি আমরা সামাজিক রীতি বলতে পারি! আর এই কারণেই আমার মা অনেক দিন যাবত সরব প্রতিবাদ করে আসছেন এবং যার কারণে তিনি কোন কোন বাড়িতে নিরামিষ ভাঙ্গার খাবার খান না!

আমার স্বল্পজ্ঞানে কিছু বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই-

নিজ বাড়ী লোকজন ও রক্তের শরিকগণ ছাড়া আমাদের এই আত্মীয় বা পরিচিত জনের জন্য আমরা কতজন এই দুইদিন নিরামিষ খাবার খাই বা উপোস থাকি?

এ কালের নিরামিষ ভাঙ্গার যে ব্যাপক খরচ কারণ কাকে রেখে কাকে বলব, আবার সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের একটা অনুষ্ঠান আর সমাজের উচ্চ শ্রেনির কেউ হলেও তো যেন এক মহা উৎসবে পরিণত মহা মিলন ভোজ! তারপর রাতের বেলা আরেক বার তরল জলে মিলন সমাজের মধ্য দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি!

আমরা বলে থাকি অনেকে মিলে নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবারকে সহজ ও বাস্তব জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে! আদৌ কি এত সহজেই তারা সহজ জীবনে আসতে পারে? এত সহজেই কি প্রিয়জনকে হারানোর শোক ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ চিন্তা কি ভোলা যায়?

তবে আমার ব্যক্তিগত মত, আমরা চাইলে পরে অনেকটা খরচ কমিয়ে একটি পরিবারের আর্থিক ক্ষতি কমানো যায়! বা কিছু খরচ বাঁচিয়ে সমাজের গরীব ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা, দরিদ্র ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা করা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে ভাবতে পারি!

সবশেষে বলি নিরামিষ ভাঙ্গা অনুষ্ঠানে আমাদের অংশগ্রহণ যেন সক্রিয় হয়, সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ মৃতের পরিবারের লোকজনের পাশে থাকি! আর কিছু না পারি অত্যন্ত পক্ষে এক প্যাকেট মোমবাতি নিয়ে যেতে পারি যা হয়ত চল্লিশার দিন পর্যন্ত ঐ মৃতের কবরে এবং বাড়িতে প্রতিদিনের প্রার্থনায় প্রজ্বলন করতে পারেন! আসুন নিয়মিত প্রার্থনা করি যেন একটি সুন্দর মৃত্যুর পর মহান ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি!

# আকাশের অকাল মৃত্যু ও দু'টি কথা

**ফাদার আলবাট রোজারিও**

গত ১২ সেপ্টম্বর, বৃহস্পতিবার, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটের সময় আমরা আমাদের প্রিয় সন্তান আকাশকে হারিয়েছি। আকাশ যদিও আমাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নি, আমাদের পরিবারের কেউ না কিন্তু তার মৃত্যুতে আমরা ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করছি যে সে কিভাবে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে, আমরা সবাই কতটা তার সাথে সংযুক্ত ছিলাম বা আছি। আমরা তার এভাবে চলে যাওয়াটাকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারিনি। আজ এই কঠিন মুহূর্তে আকাশের মৃত্যুর গভীরতা অনুভব করছি। অকস্মাৎ কখন কোথা থেকে আকাশের মৃত্যু আবির্ভূত হল বুঝে উঠতে পারছি না। সব কিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। সত্যিই ওর মৃত্যুর কারণে আমাদের সকলের মনটা বিহ্বল হয়ে গেছে। আমাদের চার পাশের গাছপালা, জল, সূর্য, চাঁদ, তারা এবং গ্রহগুলি সবইতো ঠিকই আছে। শুধু নেই আকাশ। এক নিমিষেই স্বপ্নের মতো আকাশের জীবনটা বিলীন হয়ে গেল।

আমরা অবশ্যই কখনই শূন্যতায় পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। সেজন্য যা দেখা যায় না তার মধ্যে দেখার চেষ্টা এবং যা পাওয়া যায় না তা অর্জনের অনুসন্ধান কখনো থেমে থাকে না। বাগানের একটি চারা গাছ যেমন সবকিছুকে অতিক্রম করে আলোয় মাথা তোলার প্রয়াস পায় আমরাও তেমনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে আলোয় আবির্ভূত হওয়ার চেষ্টা থাকে। কারণ যিশুইতো সত্য ও জীবন। যিশু বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান। আমাতে যে বিশ্বাস করে সে কোনদিনই মরবে না।

আকাশের বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর ঠিক তখনই মাকে হারায়। পর্যায়ক্রমে বাবা, ছোট বোনও মারা যায়। তাই ছোট অবস্থা থেকেই তাকে অনেক সংগ্রাম করে বড় হতে হয়েছে। মহবতপুর গ্রামে পিসির কাছেই মানুষ হয়েছে। পিসি মাতৃস্নেহে তাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। ছেলেবেলা থেকেই আকাশের জীবনটা ছিল নির্মল। সততার সাথেই জীবনটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বলা যায় নম্র, ভদ্র, শান্ত, সদা হাস্যোজ্জ্বল একটি ছেলে। আকাশের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। সবাই ওর প্রশংসাই করেছে। মুখে সব সময়ই একটা প্রশান্ত হাসি ফুটে থাকত।

তাই সবার মনে একটি প্রশ্ন– আকাশ কিভাবে এবং কেন এই আত্মহত্যার পথটা বেছে নিল? আকাশ 'তাজ' নামে একটি বড় কোম্পানীতে কাজ করত। কোম্পানীর অনেক সুনাম রয়েছে। পরিবেশও অনেক সুন্দর। এরকম একটা জায়গায় এরকম ঘটনা ঘটতে পারে ভাবতে অবাক লাগে।

আঠারগ্রাম এলাকার মানুষ শান্তিপ্রিয়। কোন ঝামেলায় কখনো জড়াতে চায় না। আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে তারা পরিচিতও না বা অভ্যস্ত না। কিন্তু আকাশের মৃত্যুর পর আঠারগ্রাম খ্রিস্টান সমাজ বিশেষভাবে যুব সমাজ যেভাবে প্রতিবাদ করেছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। পরে অবশ্য অন্যান্য খ্রিস্টান এলাকার মানুষও এই আন্দোলনে এসে যোগ দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিষয়টা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে প্রেস ক্লাবের সামনে ও বনানী আকাশের অফিসের সামনে মানববন্ধন করা হয়েছে। সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু-ও যোগ দিয়ে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে ঢাকা শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।

এখন সবার একটাই চাওয়া যেন আকাশের মৃত্যুর ন্যায় বিচার হয়। আকাশের কোম্পাণী থেকেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পুরো ঘটনাটির সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনা হবে। থানা থেকেও একই আশার বাণী আমাদের শুনানো হয়েছে। আমরা মনে করি তার উপর একটা মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্যে আকাশের মনে প্রচণ্ডভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে আত্ম হননের পথ বেছে নিয়েছিল। কোন কারণেই আত্ম হননের পথকে মণ্ডলী সমর্থন করে না। তবে সকল মৃত ব্যক্তির জন্যেই প্রার্থনা অব্যাহত রাখে। কেননা আমরা কেউ নিশ্চিত নই আত্ম হননকারী মৃত ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হয়তো ঐশ ক্ষমা যাঞ্চাও করে থাকতে পারে।

আমরা ন্যায় বিচারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। ঈশ্বর যেন আকাশের সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে স্বর্গে স্থান দেন।

# মৃত্যুঃ "সে তো নবজীবন"

**দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ**

ঈশ্বর তাঁর মনের মাধুর্য দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। শুধু সৃষ্টিই করেননি, দিয়েছেন এক অপূর্ব জীবন। আর এই মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। এই পৃথিবীতে একবার জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুকে আমাদের বরণ করে নিতেই হবে। পৃথিবীতে আমাদের জীবনটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ মৃত্যু বা মরণ এমনই এক সত্য যা আমাদের সবাইকে একদিন বরণ করে নিতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জগতের মায়া ও ভালোবাসার বন্ধন। মানব জীবনে এ যেন এক অমোঘ অনিবার্য সত্য। এই রহস্যময় সত্য আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আত্মা বিমুক্ত হওয়ার পর দেহ গলে মাটি হয়ে যাবে। তাই কবি গুরু বলেছেন, "জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে কোথায় কবে"। এটাই মৃত্যু সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ।

ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে জানতে, মানতে, ভালোবাসতে এবং অনন্তকাল তাঁর সাথে সুখী হতে। মৃত্যু ছাড়া অনন্ত জীবনের অর্থাৎ নবজীবনে উত্তরণের বিকল্প কোনো পথ নেই। একমাত্র মৃত্যুই আমাদেরকে নবজীবনে প্রবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, "আমি মরছি না, আমি নবজীবনে প্রবেশ করছি"। মৃত্যু জীবনের শেষ নয় একটি বিশেষ অধ্যায়ের শুরু মাত্র। যেমন শিশুর মৃত্যুতেই কিশোরের জন্ম, গুটিপোকার মৃত্যুতেই প্রজাপতির নিষ্ক্রমণ, শস্যকনার মৃত্যুতেই পূর্ণ প্রস্ফুটিত শস্যমঞ্জুরীর উদ্ভব তেমনিভাবে পার্থিব মৃত্যুতেই নবজীবনে প্রবেশ। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে মৃত্যু হল নবজীবনের দ্বার এবং সূচনা মাত্র। কারণ আমাদের বিশ্বাস হল "খ্রিস্টের পুনরুত্থানে নবজীবন"।

মৃত্যু মানে ধ্বংস নয় সে তো জীবনের রূপান্তর মাত্র। এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় গমন। নশ্বর থেকে অবিনশ্বরের দিকে যাত্রা। মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে যাত্রা। আর এর মাধ্যমে পার্থিব জীবন হতে অনন্ত জীবনের সূচনা ঘটে। অনন্ত রাজ্য অর্থাৎ নবজীবনের প্রত্যাশা নিয়েই এ জগতে বেশির ভাগ মানুষ বাস করে। কারণ অনন্ত জীবন সে তো পিতার রাজ্যে বসবাস করা। অন্যদিকে অনন্ত জীবন যদি না থাকত তাহলে মানুষের জাগতিক জীবনের কোনো অর্থ বা উদ্দেশ্যই থাকত না। তখন মৃত্যু জীবনের শেষ কথা, সমূহ অবলুপ্তি হত। আমাদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে মহিমান্বিত বিষয় (Death is glorious.) কারণ আমাদের মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন। আমাদের জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য হলো অনন্ত বা নতুন জীবনের অংশীদার হওয়া। আর এই মুত্যুই হচ্ছে আনন্দের ও নতুন জীবনের প্রবেশ পথ। তাই আভিলার সাধ্বী তেরেজা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকাল বাস করতে চেয়ে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে"।

আমাদের জন্য মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যুর দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি, আবার তাঁরই সাথে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি। এ প্রসঙ্গে আন্তিয়োকের সাধু ইগ্নাসিউস বলেছেন, "আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করার চেয়ে বরং খ্রিস্টযিশুতে মৃত্যুবরণ করা আরও শ্রেয়"। মৃত্যুই একমাত্র পথ যে পথ আমাদেরকে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে যেতে সাহায্য করে। ইহজীবন থেকে নবজীবনে যাবার একমাত্র দরজা হচ্ছে 'মৃত্যু'। মৃত্যুর মতো এত স্নিগ্ধ ও সুন্দর কিছুই বোধ হয় নেই। কারণ মৃত্যু হচ্ছে অনন্ত জীবনের সিংহদ্বার। তবুও আমরা মৃত্যুকে ভয় পাই। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুতে ভয়ের কিছুই নেই। কারণ যিশু বলেছেন, "তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর" *(মার্ক ১২: ২৭)*। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে। আজ আমি মরণে ভয় করি নে"।

এই পৃথিবীতে আমরা সবাই প্রবাসীর মত জীবন যাপন করছি। এ জগৎসংসারে যা কিছু আছে, সব কিছুই ফেলে রেখে একদিন আমাদের প্রত্যেককে অনন্তধামে পাড়ি দিতে হবে। কারণ মৃত্যু হল মানুষের ইহজীবনের সমাপ্তি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে অনন্ত জীবনের সূচনা। প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাস ও আশা যে, খ্রিস্ট ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার পর যেমন পুনরুত্থান ও নবজীবন আনয়ন করেছেন তেমনি আমরাও মৃত্যুর পর তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগী হব। আমাদের হৃদয়ে সেই বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার জন্য সাধু পল বলেছেন, "আসলে আমার কাছে বেঁচে থাকার মানেই খ্রিস্ট আর মরে যাওয়া সে তো একটা লাভ" *(ফিলিপ্পীয় ১: ২১)*। তাই এই নভেম্বর মাসে মাতা মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করে যেন আমরা আমাদের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে চিন্তা ও ধ্যান করি। পার্থিব জীবন যাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হই এবং মৃত্যুর চিন্তা প্রতিদিন মনে সযত্নে লালন-পালন করি। মৃত্যু নামক রহস্যময় সত্যকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা যেন নবজীবনে প্রবেশ করতে পারি। তাই মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা দরকার।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ**

১. পবিত্র বাইবেল

২. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা: ৪২; ২০২২

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী

## ভিন্ন পৃথিবী

**সপ্তর্ষি**

ঘরে কোনে নির্জনে একা বসে ভাবছি
এ কোন জগতে এলাম মানুষের বেশে
পৃথিবী নামক স্থানো আজ নেই শান্তি
চারিদিকে দেখি শুধু অশান্তি আহাজারী।

অর্থের নেশায় সবাই চলে বিপথে
সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যা উপরে উঠে
সৎ পথে যদি কেউ চায় জীবন চালতে
দেয় না তাকে কেউ সত্য নিয়ে বাঁচতে।

ন্যায্যতার আশায় মানুষ ছুটে আদালতে
সঠিক বিচার পাবে এই আশা বুকে নিয়ে
বিচারকের চোখ কালো কাপড়ে বাঁধা
উকিলে যুক্তি-তর্কে সত্য হয়ে যায় মিথ্যা।

কি লাভ বলো দু'দিনের এই দুনিয়ায়
এত সম্পদ, বাড়ী-গাড়ী এত বাহাদুরী
অশান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থেকে
যদি না থাকে মনে এতটুকু শান্তি।

সবাব কণ্ঠে শুনি আরো বেশি চাই চাই
আজ সৎ পথ সৎ জীবন সবাই ভুলে গিয়ে
বিধাতার ভালোবাসায় গড়া এই দুনিয়াকে
গড়ছে অসত্য-অশান্তির এক ভিন্ন পৃথিবীতে।

# মৃত্যু এক রহস্যময় সত্য

## এমরোজ গোমেজ

জন্মিলে মরিতে হবে এ একটি সত্য ঘটনা যা প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে অতীব বাস্তব। কেউ দীর্ঘ দিন, অতি অল্প দিন এমনকি কারো জন্মের পর মৃত্যু হয়। কেউ দীর্ঘ দিন যাবৎ রোগে শোকে কষ্ট পেয়ে, কারো হঠাৎ মৃত্যু হয়। সকল সত্যের উপরের সত্য হল মরতে হবেই হবে! বছর ঘুরে নভেম্বর আসলেই আমাদের মনের গভীরে মনে পড়ে ভাবি মৃত্যুর কথা। বিগত বছরে কত আপন জন ও পরিচিত ব্যক্তিদের হারানোর কথা মনে পড়ে। মনে কষ্ট হয় দুঃখ লাগে। তাই কবির ভাষায় বলতে হয় "Riches and poor rank can glory but all has to go to grave" ধনী দরিদ্র যে যা হউক না কেন, সকলকেই কবরে নামতে হবে। ধুলা থেকে এসে ধুলিতেই আমাদের মিশতে হবে! এটাই সত্য। তাই তো সকল সাধু-স্বাধ্বীদের জীবন পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাঁরা দিনে বেশ কয়েক বার নিজ মৃত্যুর কথা ধ্যান করেছেন এবং সন্ধান করেছেন মুক্তিদাতাকে। সান্নিধ্য পেয়েছে মরণজয়ী খ্রিস্টের। সঙ্গত কারণেই যে কোন পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গণ করতে পেরেছেন।

খ্রিস্টীয় জীবনে মৃত্যু শেষ কথা নয়! বরং মৃত্যু আশার আলো দেখায়। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু একটি মাধ্যম বা পদ যার মাধ্যমে অনন্ত জীবনের সূচনা হয়, হয় জীবনের রূপান্তর। মৃত্যুর পর পরকাল আছে, আছে পুনরুত্থান, আছে অনন্ত জীবন। এটাই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের ত্রাণকর্তা তথা মুক্তিদাতা তাঁর জীবন দিয়ে, জীবনের মূল্য দিয়ে আমাদের জীবনে এনে দিয়েছেন অনন্ত জীবন। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসীর নিকট এটাই বড় পাওয়া। যিশু বলেছেন "আমি সত্য, পথ ও জীবন। আমা দিয়ে না এলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না' কাজেই অনন্ত জীবন পেতে হলে খ্রিস্টকে জানতে, মানতে ও অনুসরণ করতে হবে। ধ্যান করতে হবে অষ্টকল্যাণ বাণীর" *(মথি ৫ অধ্যায় ১-১২ পদ)*।

শেষ বিচার কেমন হবে এ বিষয় যিশু বলেন" যা কিছু করেছ ভাইয়ের প্রতি করেছ তাই আমার প্রতি *(মথি ২৫ অধ্যায়)*। যদি ভাই মানুষের প্রয়োজনে পাশে থেকে যতটুকু সম্ভব সাধ্য মতো তা করা হলেই যিশু সন্তুষ্ট হন এবং যদি না করা হয় তবে তিনি বলবেন আমি তোমাকে চিনি না। কাজেই দয়ালু সামরিয় ও মাদার তেরেজার কাছ থেকে শিখি ও ধ্যান করি এবং সাধ্য মতো শুরু করি, তাহলেই যিশুর সান্নিধ্য পাব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ও বাস্তবতায় সাধ্বী মাদার তেরেসার মত কাজ করতে পারব না এবং বাইবেলের বাণী হুবহু মানতেও পারব না সত্য তবে চেষ্টা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

নভেম্বর আমাদের জীবনে একটি বড় সুযোগ নিজ জীবন ধ্যান করা। কোথা থেকে এসেছি কোথায় যাব? আমাদের প্রিয়জনেরা কোথায়? এ সময় আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের জীবনে সমাজ তথা মাণ্ডলিক জীবনে অবদান রেখে গিয়েছেন। যাঁদের সাহচার্যে না এলে আমার, আমাদের জীবন অসম্পন্ন থেকে যেত। মাতা মণ্ডলী আমাদের জীবনে এক বড় সুযোগ করে দিয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ভাবী মৃত্যুর কথা চিন্তা করি এবং অন্যকেও সাহায্য করি। বিশেষ ভাবে যারা অন্যায় পথে ও পথভ্রষ্ট তাদের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হই।

জীবনে মৃত্যু একটি সত্য ঘটনা ও অবশ্যই ঘটবে। কাজেই এর জন্য চাই প্রস্তুতি। যিশুর নির্দেশ মেনে নিজে এবং অন্যকে সহায়তা করতে হবে। সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোন বয়সে ও সময়ে এ ঘটনাটা ঘটতে পারে। যদিও যুব বয়সে অনেকের ধারণা ধর্ম করব বৃদ্ধ বয়সে তথা অবসর কালে। কিন্তু বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে এর কোন ভিত্তি নাই। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাস মৃত্যু যে কোন সময় হতে পারে। সুতরাং খ্রিস্ট বিশ্বাস সমন্বিত রেখে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে যা নভেম্বর আমাদের শিক্ষা দেয়।

# সজাগ ও সতর্ক থাকা

## সিস্টার এলিজাবেথ গমেজ, পিমে

মণ্ডলীতে আমরা বিভিন্ন কালের মধ্যে দিয়ে প্রতিটি বছর মাস ও কাল দিন পার করছি। এ কালের মধ্যে দিয়ে জীবনে আমাদের সজাগ ও সতর্ক হতে সঠিক ভাবে চলতে সাহায্য করে। আমাদের খ্রিস্টমণ্ডলীতে রয়েছে সাধারণ কাল, আগমন কাল, জন্মোৎসব কাল। তপস্যাকাল, পুনরুত্থান কালের সচেতনতা আমাদেরকে সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে ও ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে সহায়তা করে। শুধু তাই নয় প্রতিটি মাসের মধ্যেও অনেক উদ্দেশ্য দিয়ে সারাটি মাস যেন আমরা সজাগ ও সতর্ক থেকে মাসের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জীবনকে অগ্রসর করি। সত্যিই আমাদের জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে গঠন করতে, ধর্মীয় ও নৈতিক দিকগুলোকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে জীবনকে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ করা যায় এবং মন ও আত্মাকে, বিবেক বুদ্ধিকে মজবুত করা যায়। খ্রিস্ট বিশ্বাসের মূলে অনেক কিছু রয়েছে যা আমরা সচেতন ভাবে ভাবীনা বা বুঝতে চেষ্টা করি না। যদি সত্যিই প্রতিটি বিষয় গুলো সচেতন ও সজাগ থেকে সতর্ক ভাবে তা বুঝি ও জীবনে যথাযথভাবে পালন করি, তাহলে জীবন হবে মূল্যবান, মহামূল্যবান।

জীবনকে সজাগ ও সতর্ক রেখে চলার জন্য রয়েছে বিভিন্ন তারিখ, বিভিন্ন মাস ও ক্যালেন্ডার। তারিখ শুরু হয় এক থেকে ত্রিশ বা একত্রিশ, মাস জানুয়ারী হতে ডিসেম্বর। এছাড়াও বিভিন্ন হিসাব নিকাশের রেজাল্টের, বার্ষিকীতে বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের নামভাবেই পৃথিবীটা সাজানো।

তবে প্রতিটি বিষয় আমাদেরকে ভাবতে, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। জীবনকে পরিবর্তন করতে, নতুন দিকে ফিরে তাকাতে জীবনের সর্বোত্তম গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিষয়গুলো মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। নতুন দিনে নতুন বছরে, নতুন মানুষ হতে প্রেরণা দেয়।

সজাগ হলে আমরা খুবই মনোযোগী হব আর নতুনত্বের দিকে জড়িয়ে যাব ও অন্যদের সঙ্গে সহভাগিতা করব।

সতর্কতার সঙ্গে বার বার সজাগ হয়ে কাজকে আরো বেশী ভালোবাসি এবং সবাইকে একসাথে নিয়ে ভালোবাসার সঙ্গে আমাদের যা আছে তাই সহভাগিতা করব।

এই ভাবেই আমরা নতুন আধ্যাত্মিক মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

আমরা সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকব, কখন যে যিশু আসবেন তা জানি না। তাই ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করব। প্রতিটি কালেই আমরা ধৈর্য্য ধরে যিশুর জন্য অপেক্ষা করি সজাগ ও সতর্ক থাকি– ক্ষমা, নম্রতা চর্চা করি। অন্যদিকে পৃথিবীর আনন্দ, অহংকার, হিংসা, দূর্বলতা, শয়তান, পাপ, মন্দ অভ্যাস, প্রতিবেশি ও নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে জীবনযাপন করি। কেননা জীবনে এ সকল বিষয় গুলো প্রতি নিয়ত জীবনের সঙ্গে জড়িত। তবে তা সতর্কতার সঙ্গে সজাগ হয়ে সংসার জীবনে ও আধ্যাত্মিক জীবনে পালন করা সহজ সাধ্য বিষয় নয়। তার জন্য প্রয়োজন অধ্যাবসায় ও প্রচেষ্টা। তা মাত্র সময়ে সময়ে করব তা নয়– তাহলো আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গী বা যাত্রী। নিজেকে সব সময় বুঝতে, চিনতে চেষ্টা করতে হবে। যখন বুঝব ও চিনতে পারব তখনই সজাগ মানুষ হয়ে সচেতন ভাবে আদর্শ হয়ে উঠতে পারব। জীবনে সব ধরনের ভাল দিক ও মন্দ দিক গুলো আয়নার মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বুঝব আমি কতটা নতুন মানুষ হতে পারছি। কতটা সজাগ ও সতর্ক হয়ে জীবন যাপন করছি। ভাল ও মন্দ জীবনকে সজাগ মানুষ, নতুন মানুষ করে গড়ে তুলবে। ঈশ্বর আমাদের আশির্বাদ দান করুন।

# নিরুদ্দেশ

## সুনীল পেরেরা

নাম পটু। হয়তো অন্য কোন ভাল নামও রয়েছে। পটু তার কথাবার্তায় চালচলনে প্রমাণ করেছে পটু নামটাই যথার্থ। গায়ে কোড়া রঙের পাতলা পাঞ্জাবী পড়ে এমন ভাব নিয়ে চলে যে, অপরিচিত কেউ দেখলে মনে করবে ছেলেটা বুঝি কোন যাত্রা দলের শিল্পী। আসলেও তাই, যাত্রাদলের ভিলেনের অনুকরণে হা হা করে হাসে। মাথায় কেষ্ট মার্কা চুল। গোঁফে সর্বদা ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে কথা বলে। সুযোগ পেলেই মুরুব্বিদের খোঁচা মেরে ঘায়েল করে। বিচার, সালিশে চেয়াম্যান, মেম্বার উপস্থিত থাকলে পেছনে বসে পুটুশ পুটুশ কথা বলে আর, সিগারেট খেয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে, চলা ফেরায়ও বেশ সাবধানী। আত্মসম্মান বোধ অত্যন্ত টনটনে। অন্যায় যুক্তিতে সহজে সায় দিতে নারাজ। শুধু গায়ের দোকানেই নয় বাজারেও তার কয়েক টাকা বকেয়া। তাই সাবধানে পথে বেপথে চলফেরা করে। টাকা চাইলেই একগাল হেসে চোখে মুখে হাসির জেল্লা ছড়িয়ে কেমন করে, যেন পটিয়ে ফেলে দোকানীদের।

"শহরের ফুটপাতে শোওয়া ঘুমন্ত মানুষগুলো দেখলে মনে হয় যেন পৃথিবীতে কোন অশান্তি নেই বলেই ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। পটুকে দেখলেও তেমনটা মনে হবে। তার মনে দুঃখবোধ নেই। কব্জি অব্দি ড্রাগন মার্কা টি-শার্ট পড়ে যখন হেঁটে যায় তখন অনেকেই পেছন ফিরে তাকায়। জ্বলন্ত সিগারেট হাতে ফক্‌ফক্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে যায়।

এই পটু বিশ বছর বয়সে হঠাৎ একদিন বাড়ি থেকে উধাও। মা-বাবা ভাবছে হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে। সাত দিনের মাথায় বাড়িতে পুলিশ। পটু ডাকতির আসামি। তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। সম্ভবত এই ভয়েই সে বাড়ি ছাড়া হয়েছে।

বাবা-মা একমাত্র পুত্রের আশায় কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। বুড়ো বাপ এজমার, রোগি। মা পুত্রের আশায় মানত করে, প্রার্থনায় বসে চোখের জল ফেলে। আত্মীয়-পড়শিরা সান্ত্বনা দেয় হয়তো ফিরে আসবে। মুরুব্বিরা কানাকানি করে বলে, নিশ্চয়ই আবার ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা খেয়েছে অথবা কেউ মেরে ফেলেছে। পুত্রের চিন্তায় বছর খানেক আগে মা মারা যায়। বাপে একদিন কাজ করলে হাঁপাতে হাঁপাতে দুই তিন দিন বিছানায় পড়ে থাকে। এক বেলা আলু-ভাতে খেয়ে কোন প্রকারে, বেঁচে আছে। বাবার মনে আশা, ছেলে তার একদিন ফিরে আসবে। বাপটা কাশতে কাশতে এমন রোগা হয়েছে যে, পটু প্রথমে বাপকে চিনতেই পারে না।

সত্যি সত্যি পটু ফিরে আসে সতেরো বছর পর। লটঘট করে একটা যুবতি মেয়েকেও সঙ্গে এনেছে। গায়ের লোক হতভম্ব। ফিরেছে তাও বৌ নিয়ে। বাবা কিন্তু 'পটুরে' বলে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে।

পটু যে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে তার নাম বুচি। তারও একটা ভালো নাম নিশ্চয়ই রয়েছে। মেয়েটার টানা টানা চোখ অনেকটা নেপালীদের মত। কাঁচা কাঁচা মুখের গড়ন। মুখে টেপা হাসি লেগেই থাকে। মাথায় বেণীবদ্ধ লম্বা চুল। মেয়েটির গায়ের রং কালো হলেও দেহে চটক ও লাবণ্য আছে। কথায় দিনাজপুরী টান রয়েছে।

খয়েরি মাটিবর্ণ ডোরাকাটা শাড়ি পড়া মেয়েটিকে নাম জিজ্ঞেস করতেই ফিক ফিক করে হাসতে থাকে। পটুই বলে, ওর নাম বুচি। নাম শুনে সবাই হাসে। একটু পরেই কট কট করে কথা বলতে থাকে। মেয়েটি সাহসী বটে। কথায় কর্তৃত্ব আছে। সাহস না থাকলে কি আর পঞ্চগড় থেকে কেউ এতদূর অচেনা যায়গায় আসে?

বাপে বলল, কি খাবি? ঘরে পান্তা আর পেঁয়াজ মরিচের ভর্তা ছাড়া আর কিছু নাই। পটু যদিও রুটি বিস্কুট এনেছে তারপরও ভাতের ক্ষুধার জ্বালা অন্য রকম। তাই দু'জনে ঝাল ভর্তা দিয়ে হুরুত হুরুত করে এক বোল পান্তা খেয়ে ফেলে। এ দেখে বারান্দায় বসে বাপে গামছায় চোখ মোছে।

দুই দিন পরেই বাপকে জিজ্ঞেস করল, আমগ জমিনে খামার দিছে কেডা। বাপ বলে, অরা তর পাওনাদার। সুদে আসলে কয়েক লক্ষ টাকা। তাই দুই টুকরা জমিন অদের নামে লেইখা দিয়া ঋণ শোধ করছি। এ কথায়, পটুর মাথায় আগুন চড়ে যায়। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে খামারিদের। ওরা পটুর এক কালের জানের বন্ধু আছিল। দশ বিশ হাজার হয়তো নিয়েছে। কিন্তু ওরা ধুরন্ধর লোক, দলিলে বসিয়ে দিয়েছে লাখ টাকা তারই সুদ আসল যোগ করে কয়েক লাখ।

বড় রাস্তা লাগোয়া বাড়ি। তারই এক পাশে মতু মোল্লার মুরগির খামার। অন্য পাশে মফিজ মেম্বারের ছেলে অজু নতুন ভিটা করে লাকড়ির দোকান করেছে। ওদের টার্গেট পটুর বাপ মারা গেলেই দুজনে ভিটাবাড়ি দখল করবে নকল দলিল পত্র করে। আপাতত পটু দাঁত চিপে হজম করে পটুর মনে অন্য পরিকল্পনা। সতের বছরে পটুর বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এখন হয়েছে চাপাবাজ ও ফট্‌কা। একশতে একশরও বেশি মিথ্যা কথা বলতে বিবেকে বাঁধে না। তাই মানুষ পটাতে তার জুড়ি নেই। একবার কারও সাথে হৃদ্যতা হলে তাকে বেঁচে কিনে একেবারে তলানীতে ডুবিয়ে মারে। এসব করে বাজারে মারও খেয়েছে। লাজশরম কম থাকলে যা হয়। গালাগাল হজম করতে যেমন পটু, গালাগাল দিবার বেলা মুখের ফিল্টার ঠিক থাকে না। রাগলে সাপের মত তীক্ষ্ণ ক্রুর চোখে আগুন জ্বলে। বেহিসেবী বলেই যথা সর্বস্ব আহুতি দিয়ে এখন পায়ের কাঙ্গাল। একটুকরো বসতবাটি ছাড়া পা ফেলার আর জায়গা নেই।

তবে পটুর কতগুলি গুণও ছিল। পরের বিপদে আপদে যুক চিতিয়ে প্রতিবাদ করত। সে ভালো ঢোলক বাদক ছিল। পাড়ার পালাগানে খোল বাজিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিত। গানের জলসায় সবার মাঝখানে তার আসন। সব সময় ফুরফুরে মেজাজে থাকত। লোক হাসাতেও তার জুরি ছিল না। জন সমাগম হলে দর্শকদের ব্যতিব্যস্ত রাখত দমফাটা অভিনয় করে। কথা বলার সময় চোখ নাচিয়ে এমন ভঙ্গিমায় কথার বলে যে, না হেসে উপায় থাকে না। ঠিক সিনেমার জোকারদের মত। তবে আত্মা, ভূত-ভগবান বা পরকালের কোন হিসেব করে চলেনি সে।

কদিন পরেই পটুর উঠানে সালিশ বসেছে। তার অপরাধ, ধর্মমতে বিয়ে না করে একটা মেয়েকে নিয়ে সংসার করছে। পটুর সাফ কথা, ওসব করার এখন আমার সময় নাই, সামর্থ্যও নাই। আরও বলে, এসব তো হরহামেশাই হচ্ছে। ব্যস, সালিশ ভেঙ্গে গেল। এরপর অনেকই গোপনে পটুর সঙ্গে মদের আসরে বসে। সুবিধাভোগিরা জল-পানি পেয়ে চুপ মেরে যায়। এভাবেই সমাজে এক নতুন সিস্টেম বৈধতা পাচ্ছে দিনে দিনে। কিছু অযোগ্য নেতৃত্বের জন্যই এসব হচ্ছে। নিজের খেয়ে কেউ পরের গোয়ালে ধুয়া দিতে রাজী নয়। সবাই যার যার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। চাটুকারের দলই মদে-ভাতে খেয়ে সমাজকে ঘুণ পোকার মতো কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।

অভাবের তাড়নায় পটু আবারও রাতের ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝেই বৌকে কিছু না জানিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়। সফর শেষে বৌয়ের জন্য নিয়ে আসে সোনার চেন অথবা হাতের আংটি। বৌ'র শখ ছিল একটা নাকফুলের। একদিন সেটা এনে বৌকে তা লগিয়ে দেয়।

এসব দেখে বাপ রাগারাগি করে। কথায় কথায় বাপের সঙ্গে ঝগড়া লেগে যায়। একদিন তো বাপকে মারতে গিয়েছিল। বউ না থাকলে হয়তো বাপকে মেরেই ফেলতো। বৌ লক্ষ্মী মেয়ে। বুড়ো শ্বশুরকে সেবাযত্ন করে। শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে বৌকে আশীর্বাদ করে। সেই

থেকে বাপের সাথে কেবল খিছখিছ করে। এক রাতে নেশা করে এসে বাপকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। জেনে বুচির কাছে যায়। ততক্ষণে বুচি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যেন বউ জানতে না পারে। পরদিন গায়ের মানুষ কানাকানি করতে থাকে। পটুই হয়তো বাপকে মেরে ফেলেছে। দুইদিন আগেও উঠানে বসে কাজ করেছে লোকটা। বউটা 'বাবাগো' বলে মরাকান্না কেঁদেছে। অথচ পটুর চোখে এক ফোঁটা জলও গড়ায়নি।

এ ঘটনার কয়েক মাস পরে, পটু আরার তার অপারেশনে গেছে হয়তো। পূর্নিমার রাতে আকাশে ঝলমলে বাড়ন্ত চাঁদ উঠেছে। গাছের পাতার আঁড়ালে ফালি ফালি নীল আকাশ সাদা ধপধপ করছে চাঁদের আলোয়। কুলকুল বাতাসে গাছের পাতায় সুর ধরেছে। চারিদিকে পরিব্যপ্ত এক শুভ্র স্নিগ্ধতা। বাড়ির গাছগুলো দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের আলোয় বিবর্ণ আভা গাছের পাতায় ছড়িয়ে পরেছে। পাশের বাড়িতে টেলিভিশনে গান বাজছে। বুচি ঠিক রাণীর মত পা ছড়িয়ে উঠানে বসে গান শুনছে।

পঞ্চগড়ে থাকতে এমনি এক চাঁদনী রাতে পালিয়ে গঞ্জের বাজারে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল পটুর সাথে। সে রাতেই বুচির সর্বনাশ ঘটে। বাপমায় টের পেয়ে যাচ্ছে তাই বলে গালাগাল করে। পটুর তখন এহি অবস্থা। তাই বুচিকে নিয়ে, পালিয়ে এসেছে।

খামারীদের নজর ছিল পটুর বউয়ের উপর। এখন পটুকে সরিয়ে দিতে পারলেই রাজ্য আর রাজকন্যা দুটোই তাদের হবে। তাই টায় টায় ছিল। উঠানে একাকি বুচিকে বসে থাকতে দেখে ওরা এগিয়ে আসে। বুচি কিছু বলার আগেই তাকে তুলে নিয়ে যায় খামারের টোন ঘরে। পালা ক্রমে চলে ধর্ষণ।

বেশ রাতে পটু ফিরে আসে নেশা করে। উঠানে এসে দেখে ঘর খোলা, বউ ঘরে নেই। পটুর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। ছৈয়াল বাপের ধারালো দা'টা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ভিটা সংলগ্ন খামার। চাপা কণ্ঠে কারা যেন কথা বলছে। পটু আর এক সেকেন্ডও দেরি করেনি। এ সময় তার নেশা অনেকটা কেটে যায়। দেখে দুই নরপশু বুচিকে নিয়ে মজা করছে। লতু বুচির উপর আর অজু দাঁড়িয়ে মজা করছে।

দা হাতে প্রথমেই আঘাত করে লতুকে। লতুর মাথা দুই ফালা হয়ে যায়। এ সময় অজু পালাতে চেয়েছিল। পটু হেচকা টানে অজুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্রমাগত কোপাতে থাকে। দু'জনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে কাজটা এমনভাবে করেছে। ক্রমাগত ধর্ষনের ফলেই এমনটা হয়েছে। বুচিকে কাঁধে তুলে এনে ঘরে শুইয়ে দেয়। তারপর দ্রুত গোসল করে এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ে। বুচির অচেতন দেহ বিছানায় পড়ে থাকে।

সকালে ভ্রমণ পিপাসু গ্রামবাসি পথের ধারে দু'টি লাশ দেখতে পায় । তাদের কোলাহলে পুরো গ্রাম জেগে ওঠে। এ সময় পুলিশের ভয়ে অনেকেই পালাতে থাকে।

বেলা বাড়ার পর থানা থেকে পুলিশ আসে। দেখতে পায় দুটি রক্তাক্ত লাশ। পুলিশ বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় বুচি বসে বসে কাঁদছে। আরও তল্লাসী করে ঝোপের মধ্যে দা'টা খুঁজে পায়। লাশ নিয়ে যাবার সময় বুচিকেও ধরে নিয়ে যায়। বুচির দেহে তখনো রক্ত।

থানায় বুচি বার বার বলেছে, তাকে ক্রমাগত ধর্ষণের ফলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঘটনা সম্বন্ধে সে কিছুই দেখেনি এবং জানে না। পুলিশ তবু তাকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। অনেক খোঁজা খুজির পরও পটুর কোন সন্ধ্যান করতে পারেনি। এ ভাবেই পটু দ্বিতীয়বার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

নিজের বা পরিবারের ভবিষ্যতের কথা একবারও তার মাথায় আসেনি। তার স্ত্রী জেলে আবার ধর্ষিতা হবে দিনের পর দিন। পালিয়ে নিরুদ্দেশ হওয়া কিংবা আত্মহননই জীবনের শেষ কথা নয়। পাপের পঙ্কিল পথে যাদের বিচরণ, সেই সব বেহিসেবী মানুষ ইহকালে নিরুদ্দেশ হয়েও রক্ষা পাবে না, পরকালে তো নয়ই। মৃতের দীর্ঘশ্বাস নরক অগ্নির চেয়েও জ্বলন্ত। ৯০


## শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

স্থাপিত : ১৯৬৬ ইং. নিবন্ধন নং - ১৪/১৯৮৮, ১ম সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৭২/২০০৮, ২য় সংশোধিত নিবন্ধন নং - ১৩৮/২০১৫,
গ্রাম: শুলপুর, ডাকঘর: শিকারপুর নিমতলা-১৫৪০, উপজেলা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল নম্বর- ০১৭১৫০৩৮৫৪৭, ০১৩০৪৯৬৬৪৪৭, ই-মেইল : solepurcccul@yahoo.com

তারিখ ঃ ০২-১১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

## ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২-১১-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার শুলপুর গির্জা কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **"৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** অনুষ্ঠিত হবে ।

অতএব সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, উপরোক্ত নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায়** আপনাদের সদয় উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যবান পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

**সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,**

**উল্লাস গমেজ**
**চেয়ারম্যান**
**পরিচালক মন্ডলী**
**শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।**

**জনি লিও রড্রিক্স**
**সেক্রেটারি (কো-অপ্ট)**
**পরিচালক মন্ডলী**
**শুলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।**

**বিশেষ দ্রষ্টব্য :**

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সদস্যপদ সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য তাঁহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ২২-১১-২০২৪ খ্রি: তারিখে সকাল ৮:৩০ টা থেকে ৯:৪৫ টার মধ্যে সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করতঃ খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১:০০ টা হতে ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।

বিজ্ঞ/১৬৭/২৪

## "শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো" মহাশান্তি গমনের ১৭ তম বছর

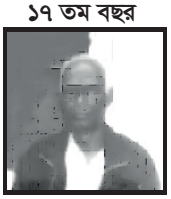

মহাশান্তি গমনের ৬ মাস

মহাশান্তি গমনের ১ বছর

**প্রয়াত মার্শেল গমেজ**
জন্ম: ২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৩
মৃত্যু: ২৬শে এপ্রিল, ২০০৭
গ্রাম: দেউলিয়া, কালিগঞ্জ,গাজীপুর।

**প্রয়াত: বিলাসী গমেজ**
জন্ম: ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫
মৃত্যু: ১৩ই জুন, ২০২৪
গ্রাম: দেউলিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

**প্রয়াত কৌশলা ক্লারা গমেজ**
জন্ম: ১২ই আগস্ট, ১৯৪৪
মৃত্যু: ২রা নভেম্বর, ২০২৩
গ্রাম: দেউলিয়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

### স্মৃতিতে অম্লান

সময়ের নিষ্ঠুর গতি বিধিতে ফিরে এল ২ রা নভেম্বর। গত বছর এই দিনে আমাদের মা পরম করুণাময়ের ডাকে বাবা বৌদি ও এই ডাকে সাড়া আমাদের ছেড়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছেন। তোমাদের মাখানো কণ্ঠস্বর আদর ভালোবাসা, আদর্শ, হাসি, ধ্যান জ্ঞান আমাদের পথ চলার পাথেয়। আমরা তোমাদেরকে ভুলতে পারবো না। আর কোন দিন মা বাবা বলে ডাকতেও পারব না। খুব ইচ্ছে করে মা বাবা বলে ডাকতে। তোমাদের অভাব প্রতি নিয়ত অনুভব করছি। স্বর্গধামে থেকে তুমি আমাদের আর্শীবাদ কর আমরা যেন তোমাদের আদর্শ জীবন ধারণ করে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারি। স্বর্গীয় পিতা তোমাদের আগলে রাখুক, এ কামনা করছি।

**শোকার্ত পরিবারের পক্ষে**
ছেলে: বকুল, বিপুল+রত্না, রনেল+শিবলী
মেয়ে: মুকুল+আগষ্টিন, পারুল+প্রদীপ
সিস্টার বৃজেট (হ্যাপি) এস.এস.এম.আই
সিস্টার সম্পা গমেজ, সি.আই.সি
নাতী: বিশাল, স্টারলী, রণবী
নাতনী: লাবণ্য+এলেক্স, হৃদি, বর্ণিতা।

বিজ্ঞ/১৬৮/২৪

## কেমন আছ তোমরা মাটির ঘরে

সিস্টার সম্পা গমেজ
সিআইসি

শরৎতের শিউলিফুলের মৌ মৌ গন্ধের মধ্য দিয়ে সময় দিন মাস বছর অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আর ভাবছি তোমরা কেমন আছো ? জানি না এই লেখাটা তোমাদের কাছে পৌছাঁবে কিনা। জানো অনেক কষ্ট হচ্ছে মাঝে মাঝে বুকের ভিতর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, তবুও একপা দুপা করে এগিয়ে যাচ্ছি কারন আসছে ২ নভেম্বর ভয়ংকর কালরাত্রি যেদিন তুমি এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে না ফেরার দেশে চলে গেছ। তাই দুঃখ কষ্ট ওরা মন নিয়ে বিগত ১ বছর ১৭ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা চিঠি লিখে পাঠালাম।

প্রিয় বাবা, মা ও বৌদি,

লেখা শুরুতেই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিও। আশা করি ছোট্ট মাটির ঘরে তোমরা ভালো আছো। আমাদের কথা নাই-বা বলি। আচ্ছা বলতো আমাদের কথা কি মনে পড়ে না ? আমরা যে তোমাদের ভুলতে পারি না। জানো তোমরা চলে যাওয়ার পর পৃথিবীটা যেন বদলে গেছে। সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে। তাই প্রতিটি মুহূর্তেই মনে হয় তোমরা যদি আবার ফিরে আসতে আমি নতুন জীবন ফিরে পেতাম। তোমরা যেখানেই থাকো ভালো থেকো এখন অনেক অনেক রাত হঠাৎ করে মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে তোমাদের কথা ভাবছি অথচ এই বয়সে এক ঘুমে সকাল হবে তা নয় কিন্তু এই পৃথিবীতে যাদেরকে সবচেয়ে ভালোবাসি সেই তোমরা আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু দেখো কি আশ্চর্য জীবনে প্রথম তোমার হাত ধরে হাটতে শিখেছি একটা একটা করে ছোট ছোট কথা বলতে শিখিয়েছো তোমার কঠোর পরিশ্রমের অর্থ দিয়ে আমার ছোট ছোট আবদার দিনের পর দিন পূরণ করে দিয়েছো। পৃথিবীকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছো তোমরা। তাই তোমাদের স্মরনে একটি কবিতা-

আদর করে ডাকতে আমায়
মুগ্ধ হয়ে যেতাম
দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে
কাছে গিয়ে বসতাম।

তোমাদের আদর্শে বড় হয়ে উঠেছি
আমরা সবাই চাই শুধু তোমার পরশটুকু।
কত স্মৃতি কত ভালোবাসা, রয়ে গেছে অগোচরে
ভুলতে যে পারিনা, আমরা সবাই।

মুখ ভরে ডাকতাম আঁচল দিয়ে ঢাকতে
চলার পথে সাথী হয়ে
আলো করে দিয়েছো
ভালো থেকো তোমরা
আমৃত্যু স্মরণে তোমাদের রাখবো আমরা।


# ইতালির তীর্থ-ভ্রমণ ২০২৫

## তীর্থ-ভ্রমণ তীর্থ-ভ্রমণ তীর্থ-ভ্রমণ

ইতালির রোম নগরী, ভ্যাটিকান সিটি, পোপ মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনা ও আশীর্বাদ অর্জনের স্বপ্ন ও সুযোগ জীবনে হয়তো একবারই আসে।

আমরা গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি আপনার স্বপ্ন পূরণে একরাশ সহযোগিতার ডালি নিয়ে আপনাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।

তীর্থ অনুষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন থেকে শুর করে ইতালির ভিসা প্রসেসিং এর সার্বিক দায়িত্ব আমাদের কাঁধে তুলে নিবো। আমাদের বিগত ২২ বছরের ভিজ্ঞতা নির্ভুল ও নিখুঁত Application Package Preparation & Submission আপনার ভিসা প্রাপ্তিকে প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করে তুলবে।

আমরা ইতালির ভিসা প্রসেস-এর জন্য Financial Sponsorship ও Bank Support-র বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকি।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing- দুই দশকের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

**গ্লোবাল ভিলেজ একাডেমি**

আগ্রহী খ্রিস্টভক্তগণ আজই যোগাযোগ করুন।

হেড অফিস : বাড়ী # ১১, সড়ক # ২/ই, বারিধারা-জে ব্লক, ঢাকা-১২১২
(আমেরিকান দূতাবাসের পূবপাশে, বাঁশতলা বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
info@globalvillagebd.com

+88 01827-945246
+88 01911-052103
+88 01718-885801
@globalvillageacademybd
www.globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/১৭১/২৪

# আলোচিত সংবাদ

## আর ভোগান্তি নয়, ঘরে বসেই আয়কর দিন: প্রধান উপদেষ্টা

সোমবার (২৮ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন। ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনাদের দেওয়া কর দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই এই আয়কর কোনো ঝামেলাবিহীনভাবে দেওয়ার জন্য আমরা ঘরে বসে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। দেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আপনার আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বন্ধুবান্ধবকে শিখিয়ে দিন কীভাবে ঘরে বসে অনলাইনে আয়কর দেওয়া যায়। তরুণ-তরুণীদের অনুরোধ করছি, এ ব্যাপারে করদাতাকে সাহায্য করার জন্য। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রস্তুতি এখান থেকেই শুরু হতে পারে। সব ধরনের কর অনলাইনে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। *https://www.kholakagojbd.com/news/616*

## এনআইডি সেবা নিয়ে সুসংবাদ দিলো ইসি

জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) সব ধরনের সেবা পেতে এখন থেকে নির্বাচন কমিশনের হটলাইন নম্বর ১০৫-এ টোল ফ্রি কথা বলা যাবে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ সেবা মিলবে। সোমবার (২৮ অক্টোবর) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক শরীফুল ইসলাম প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নতুন ভোটার নিবন্ধন, এনআইডি সংশোধন, ভোটার ঠিকানা পরিবর্তনসহ নাগরিক সেবায় জেলা, উপজেলা ও থানা অফিসে যোগাযোগ করা যাবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন হটলাইন ১০৫-এ টোল ফ্রি সেবা নেয়ার অনুরোধ জানায় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। *https://www.somoynews.tv/news/2024-10-28/uBGF6PP5*

## স্কুলে ভর্তির আবেদন শুরুর তারিখ জানা গেল, বাছাই হবে যেভাবে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মহানগর ও জেলা সদর উপজেলায় অবস্থিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০২৫) জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আগামী ১২ নভেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। লটারির মাধ্যমে বাছাই করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। লটারি অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বরে। সোমবার (২৮ অক্টোবর) মাউশির মাধ্যমিক শাখার পরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্রে জানা গেছে ২৩ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সভায় আবেদন গ্রহণের এ সময় নির্ধারণ করা হয়। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে শূন্য আসনের তথ্য চেয়েছে মাউশি। ৩০ অক্টোবর থেকে ৮ নভেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এসব তথ্য দিতে হবে। কোনো শ্রেণি শাখার জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাসংখ্যা কোনোভাবেই ৫৫ জনের বেশি দেয়া যাবে না। তথ্য ফরমে ঢাকা মহানগরীর প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরা প্রতিষ্ঠান-সংলগ্ন সর্বোচ্চ তিনটি থানাকে (পুলিশ স্টেশন) 'ক্যাচমেন্ট' এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করবেন। *https://www.somoynews.tv/news/2024-10-29/LHsKVy1H*

## নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই খুলছে রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি

ঢাকা পর্যটকদের জন্য আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাঙ্গামাটি ও ৫ নভেম্বর থেকে খাগড়াছড়ি খুলে দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে বান্দরবানও খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক উপদেষ্টা সুপ্রদীপ চাকমা।

তিনি বলেন, আমরা জানি এই পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটক বন্ধ থাকায় এ খাতের ব্যবসায়ীরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং এ খাত কিছুটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে। এজন্য আমাদের ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১ নভেম্বর থেকে রাঙামাটি এবং ৫ নভেম্বর খাগড়াছড়ি খুলে দেওয়া হবে পর্যটকদের জন্য। তিনি বলেন, কিন্তু আমরা চাচ্ছি সবাই মিলে এই সমস্যাগুলো থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারব। পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকুক।

তিনি আরো বলেন, সরকার যেই আসুক সবারই চেষ্টা থাকে শান্তি বজায় রাখার। যেহেতু এই অঞ্চলটা আমাদের বাংলাদেশের। ফলে সরকার যেই হোক উদ্যোগ তো থাকবেই। *https://www.banglanews24.com/tourism/news/bd/1415569.details*

## ৬৪ বছর পর স্প্যানিশ তারকার হাতে ব্যালন ডি'অর

অবশেষে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন এসে ধরা দিল রদ্রি হার্নান্দেজের কাছে। ৬৪ বছর পর কোনো স্প্যানিশ তারকার হাতে উঠল ব্যালন ডি'অর। সোমবার রাতে প্যারিস থিয়েটারে ব্যালন ডি'অরজয়ী ঘোষণা করা হয় রদ্রিকে। তৃতীয় স্প্যানিশ ফুটবলার হিসেবে বছরের সেরা পারফরমারের পুরস্কারটি জেতেন তিনি। ম্যানচেস্টার সিটির প্রথম ফুটবলার হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতলেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। রদ্রির আগে সর্বশেষ ১৯৬০ সালে স্প্যানিশ তারকা হিসেবে ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন লুইস সুয়ারেজ। আর স্পেনের প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার জিতেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ কিংবদন্তি আলফ্রেদো ডি স্টেফানো। এই তারকা ব্যালন ডি'অর জিতেছিলেন দুবার, ১৯৫৭ ও ১৯৫৯ সালে। ব্যালন ডি'অর জিতে রদ্রি বলেন, আমার, আমার পরিবার এবং দেশের জন্য একটি বিশেষ দিন। শুধু আমার বিজয় নয়, এটি স্প্যানিশ ফুটবলের, অনেক খেলোয়াড়ের জন্য যারা এটি জিতেনি কিন্তু প্রাপ্য ছিল। যেমন (আন্দ্রেস) ইনিয়েস্তা, জাভি (হার্নান্দেজ), ইকার (ক্যাসিলাস), সার্জিও বুসকেটসসহ অনেকে। এটা স্প্যানিশ ফুটবলের এবং মিডফিল্ডারের বিজয়। *https://www.protidinersangbad.com/sports/482584*

## যুদ্ধের শিকার ৬০ কোটি নারী ও মেয়েশিশু, জানিয়েছে জাতিসংঘ

জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, ৬০ কোটির বেশি নারী ও মেয়ে শিশু যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। গত এক দশকে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের আশঙ্কা, বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ-সমতা ও নারী অধিকার নিয়ে বাদানুবাদে এই নারীরা বিস্মৃত হয়ে গেছেন। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। গুতেরেস বলেছেন, শান্তি অর্জনে নারীর নেতৃত্ব এবং অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা হ্রাস করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। তিনি বলেছেন, তাদের ভীতি দূর করতে আশার বাণী প্রচার করা বিশ্বনেতাদের দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবতা অনেক ভয়াবহ। সংঘাতপ্রবণ দেশগুলোতে প্রতি দুইজন নারী ও মেয়ে শিশুর মধ্যে একজন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। আর বিশ্বব্যাপী মাতৃমৃত্যুর ৬১ শতাংশই সংঘাত প্রবণ ৩৫ টি দেশে সীমাবদ্ধ। এই দেশগুলোতে নীতি প্রণয়ন ও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। বাহোউস বলেছেন, গত এক দশকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের অংশগ্রহণ খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। এক জরিপে দেখা গেছে, জাতিসংঘের নেতৃত্ব বা সমর্থনে নারীদের অংশগ্রহণ ২০ শতাংশের নিচে। আর সামগ্রিকভাবে এই হার গড়ে ১০ শতাংশের কম। *https://www.protidinersangbad.com/international/482167*

তথ্যসূত্র: খোলা কাগজ, বাংলা নিউজ, প্রতিদিনের সংবাদ, সময় নিউজ।

# বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

## শান্তি অন্বেষী বিশ্বে সিনডের ফলাফলের সাক্ষ্য বহন করা

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার কাথলিক কপটিক মণ্ডলী প্রধান ও সিনডে প্যাট্রিয়ার্কদের প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধাষ্পদ ইব্রাহিম আইজাক সেন্দ্রাক গত শনিবার (২৬/১০) সন্ধ্যায় প্রবক্তাসুলভ পরিশ্রম করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তা এখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে শুরু করার আহ্বান করেন।

***সাহসিকতার একটি যাত্রা:*** প্যাট্রিয়ার্ক সাদ্রাক সিনড সাধারণ সভার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে এ সিনড আয়োজনে অবদান রাখা সকল ব্যক্তিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষভাবে পোপ মহোদয় ও পবিত্র আত্মার পরিচালনায় সিনডের তিনটি প্রস্তুতিমূলক পর্যায় ও দু'টো সেশন বাস্তবতা ও স্পষ্টতার সাথে পরিচালিত হয়। সিনডকে তিনি 'সিনোডালিটি অনুধাবন করার চমৎকার অভিজ্ঞতা' বলে আখ্যায়িত করেন, যা ক্লান্তি বা চাপের মধ্যেও দৃঢ় অঙ্গীকার, আনন্দ, সাহস ও অধ্যবসায়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এখন আমাদের বৈশ্বিক মণ্ডলীর প্রাত্যহিক জীবনে এই নতুন অধ্যায় শুরু করার সময়।

***শান্তির জন্য তৃষ্ণার্ত বিশ্বে সিনডের বার্তা বহন করতে হবে:*** সিনডের ১৬তম সাধারণ সভার ২য় অধিবেশনের চূড়ান্ত দলিলে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা পুণ্যপিতার কাছে উপস্থাপন করা হয়েছ। যা ঈশ্বরের জনগণকে একটি যাত্রায় পুনর্নবীকরণ হিসেবে কাজ করবে। জটিল ও প্রায়শই পরস্পরবিরোধিতায় পূর্ণ বিশ্ব যা জীবনের অর্থ, শান্তি ও পুর্নমিলনের জন্য তৃষ্ণার্ত সেখানে আনন্দ ও উদ্যমে পূর্ণ হয়ে সিনডের অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে বলেন সিনড পিতা।

***সামনে এখনো অনেক কিছু:*** বিগত বছরগুলোতে আমরা একত্রিত যে যাত্রা করেছি তা আমাদেরকে বৃদ্ধি ও পরিপক্ক হতে সহায়তা করেছে, কিন্তু সামনে এখনো অনেক দূর যেতে হবে বলে জানান প্যাট্রিয়ার্ক সাদ্রাক। মণ্ডলীর প্রধান চালিকা শক্তি পবিত্র আত্মা তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, পবিত্র আত্মা নতুন কিছু করবেন না কিন্তু সব কিছুকে নতুন করে তুলবেন। কাউন্সিল আমাদেরকে এই শিক্ষা দান করে। সিনোডাল যাত্রাতে নির্গত প্রাবক্তিক বাণীগুলো অবধারণ করতে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পরিচালনা দান করবেন।

## মনোনীত কার্ডিনাল বিশপ পাস্কালিনের ব্যতিক্রমী আবেদন

গত ৬ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানে ২১ জন নতুন কার্ডিনালের নাম ঘোষণা করেন। ৮ ডিসেম্বর পুণ্যবতী কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্বের প্রাক্কালে তিনি ২১ জনকে কার্ডিনালের কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করবেন বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। এই ২১জন কার্ডিনালের মধ্যে ইন্দোনেশীয় ধর্মপ্রদেশ বগোর-এর বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর অন্যতম।

তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, গত ২২ অক্টোবর ২০২৪, বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর কার্ডিনালদের কাউন্সিল থেকে অব্যাহতি চেয়ে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কাছে সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পোপ মহোদয় তার এই আবেদনে সম্মতিও জ্ঞাপন করেছেন। কাথলিক মণ্ডলীতে সচরাচর এমন ঘটনা ঘটে না। কেউ-ই এমন পদমর্যাদা থেকে নিষ্কৃতি চান না। সেইকথা বিবেচনা করে বলা যায় বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর এক আলোচিত ব্যতিক্রম।

আগামী ৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ভাতিকানে অন্যান্য মনোনীত কার্ডিনালদের সঙ্গে বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুরেরও কার্ডিনালের পদে প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ছিল। এখন সেই তালিকা থেকে তিনি বাদ। সেদিন অধিষ্ঠিত হবেন বাকি ২০জন কার্ডিনাল। কার্ডিনালের মতো এমন কাঙ্খিত ও গৌরবের পদ থেকে অব্যাহতি চাইবার পেছনে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর "যাজকীয় জীবনে আধ্যাত্মিকভাবে আরও সমৃদ্ধ" হতে চান। "মণ্ডলী ও জনগণের পরিচালনার জন্য বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় অধিকতর বলীয়ান" হতে চান। তাঁর মতে, "যাজকীয় জীবন ও দায়িত্বকর্ম কোনো ক্ষমতার পদ-পদবি নয়, বরং ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহে শক্তিশালী হওয়া নয়, বেড়ে ওঠা-ই একজন যাজকের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা হওয়া দরকার।"

বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর ইন্দোনেশীয় বিশপ কনফারেন্সের সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। কার্ডিনালের মতো এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করায় দেশের খ্রিষ্টমণ্ডলী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী এবং ভক্তজনগণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ দেখা যায়। শোনা যায়, দেশটির প্রথম কার্ডিনাল হিসাবে অনেকেই বর্তমান বিশপ কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ আন্তোনিউস সুবিয়ান্তোকে প্রত্যাশা করেছিল। সেটা না হয়ে বেশ সহজ-সরল ও সাধারণ জীবন-যাপনকারী বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর মনোনয়নে অনেকেই আশ্চর্য হন।

পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের অন্তর্গত রুতেঙ ধর্মপ্রদেশের রাঙগুতে জন্মগ্রহণ করেন। পোপ দশম পিউস সেমিনারি থেকে পড়াশুনা শেষ করে জাকার্তা থেকে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফ্রান্সিসকান ধর্মসংঘে ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় পালকীয় কাজ করার পর ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে আধ্যাত্মিকতায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর ধর্মসংঘের নভিস-মাস্টার হন। ২০০১ থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ইন্দোনেশিয়ায় ফ্রান্সিসকান সংঘের প্রভিন্সিয়াল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ নভেম্বর পোপ ফ্রান্সিস তাঁকে বগোর ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করেন।

৬২ বছর বয়স্ক বিশপ পাস্কালিস ব্রুনো স্যুকুর ভোগবাদের পৃথিবীতে সম্মান ও ক্ষমতার পদ-পদবিকে অস্বীকার করে 'কষ্টভোগী সেবক' যিশুর আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছেন। মাণ্ডলিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে একজন কার্ডিনালের যে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা, সেটা তিনি কোনোভাবেই খর্ব করতে চাননি। এই গুরুদায়িত্বে তিনি নিজেকে অযোগ্য মনে করেছেন। আগে তিনি যাজকীয় কর্তব্যের পূর্ণতা অন্বেষণ করেছেন। তাই কার্ডিনালের কর্তব্যভার তিনি গ্রহণ করেননি। নিজের সামর্থ্যকে মূল্যায়ন করবার এই ইচ্ছে, মানসিকতা ও শক্তি সবার থাকে না।

## সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে জীবন বাঁচানোর কাজে নিয়োজিত বৈরুতের গেইতাউই হাসপাতাল

বার্ণ ইউনিট সমৃদ্ধ লেবাননের চিকিৎসা পরিকাঠামোর একমাত্র হাসপাতাল বৈরুতের গেইতাউই এর পরিচালক সিস্টার হাদিয়া আবি চেবলি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও যুদ্ধের কারণে হাসপাতালটি যে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তা জানান। বৈরুতের গেইতাউই হাসপাতাল ও এর বার্ণ ইউনিট যেন যুদ্ধের সময় ক্ষত-বিক্ষত মানুষকে সেবা দিয়ে জীবন রক্ষা করতে পারে তার জন্য একটি সংহতি পত্রে হাসপাতালটির পরিচালক সিস্টার হাদিয়া আবি লিখেন, আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন না।

২৩ সেপ্টেম্বর হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের সামরিক হামলা বৃদ্ধি পেলে ২৫০০জন লোক মৃত্যুবরণ করে এবং ১২ হাজার মানুষ আহত হয়। এমনিতর অবস্থায় হাসপাতালের পরিচালকের সেবার আবেদন আসে। গেইতাউই হাসপাতাল বৈরুতের স্বাস্থ্যসেবায় একটি মাইলফলক, যা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ম্যারোনাইট সিস্টারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক দশক ধরে লেবাননে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। কিন্তু ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে হাসপাতালটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আর্থিক সংকটে হাসপাতালটি সেবাদিতে ভীষণ সংগ্রাম করে যাচ্ছে। দাতাতের উদার অনুদানের জন্য হাসপাতালের সেবা কাজ করতে পারায় হাসপাতালের পরিচালক সিস্টার হাদিয়া আবে সকলকে ধন্যবাদ জানান ও আরো উদার সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

*কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ফাদার প্রদীপ পেরেজ এসজে*

- তথ্যসূত্র : *news.va; মালয়েশিয়া হেরাল্ড*

## সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজমান

এক গুরুজীর কয়েকজন শিষ্য ছিল। তিনি তাদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়ার পর একটি পরীক্ষা নিলেন। তিনি সবাইকে একটি মাটির পাত্র দিলেন এবং তাদের তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে বললেন। তিনি তাদের নির্দেশ দিলেন যে , তারা যেন এমন গোপন জায়গায় গিয়ে তা ভাঙ্গে, যেখানে কেউ তা দেখতে পাবে না। শিষ্যেরা ভাবল, এটা তো একটি সহজ কাজ। তারা সবাই মাটির পাত্র নিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা ভেঙ্গে টুকরো গুরুজীর এলো। কিন্তু তা ভাঙ্গতে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে অন্যান্য দেখে হাসতে গুরুজী অন্য ধমক দিয়ে

টুকরো করে কাছে নিয়ে একজন শিষ্য পারে নি। সে মাটির পাত্রটি এলো। শিষ্যরা তা লাগল। শিষ্যদের চুপ করতে বললেন। গুরুজী পাত্রটি সে কেন ভাঙ্গতে পারে নি, তা অনদের নিকট ব্যাখ্যা করতে বললেন।

সে নম্রভাবে বলল, "গুরুজী, আমি বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি, কিন্তু দেখলাম একজন সব সময় আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, আমাকে দেখছেন। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি গোপনে সব কিছুই দেখতে পান।" গুরুজী অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "একমাত্র তুমিই এ পরীক্ষায় পাশ করেছ।"

*গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা (১ম খণ্ড)*
**অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা**
*ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি*

### "মরণ"
**তপতী ভেরোনিকা রোজারিও**

জীবন দ্বারের কড়া নেড়ে মৃত্যু দিল হানা
আমার কী আর সাধ্য আছে করতে তারে মানা?
হনহনিয়ে ঢুকে গেল দরজা খোলা পেয়ে
উচ্ছ্বাসে ভরা জীবন গেল বিষন্নতায় ছেয়ে
হঠাৎ দেখি সবই আছে শুধু নেই আমি
সেই- আমিই কেবল মূল্যহীন আর সবকিছুই দামী।
বিত্ত-বৈভব, নাম যশসব যে-যার মত আছে
একলা পথের যাত্রী আমি কেউ নেই মোর কাছে।
বিনা খবরে চলে এলো যে, ছিল না জানা আগে
জানলে কী আমি নিতে পারতাম যা ছিল মোর ভাগে?
কী রেখে কী নেই বলতো, লাগেজে নেই জায়গা
তলপি তলপা গুটিয়ে কেবল নিরুদ্দেশে ভাগা।
বিত্তের ওজন বেশী হল বলে নেয়া হল না কিছু আজ
তাই-মালপত্র নামিয়ে রেখে, কৌটোয় ভরলাম শুধু কাজ।
হ্যান্ডব্যাগ সহ সর্বসাকুল্যে নিতে পারব বাইশ কেজি
ভাল কাজের হিসেব দেখি মোটে হল এক কেজি।
বাকী একুশের খালি জায়গা কী দিয়ে আর ভরি?
একটু সময় দিলে হতো না, না করে তড়িঘড়ি।
কিন্তু- সময় চলে আগে আগে আমি চলি পিছে
ভেবে দেখলাম এ জীবনের ষোল আনাই মিছে।
বল দেখি এমনি করে কী কেউ কখনো আসে?
সাজানো সব সুখের পসরা চোখের জলে ভাসে।
সবাই ছিলো গতকালের উৎসব মুখর রাতে
নির্জনতার গহীন বনে কেউ গেল না সাথে।
বলেছিলো- "তোমায় ছাড়া বাঁচব নাকো আমি"
পুত্রকন্যা পরিবার কী স্ত্রী আর স্বামী।
এটা শুধুই কথার কথা এমন কি আর হয়?
একলা এসে একলা-ই আবার ফিরে যেতে হয়।
ফেরে না কেউ এমন পথের যাত্রী হলে হায়
সাথে করে আর কে-ই-বা বল সেথায় যেতে চায়?
দীপের আলো ধূপের ধোঁয়া আর কবরে দিল ফুল
মাটির দেহ সোনা ভেবে করেছিলেন ভুল।

## কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

এ্যথিনা এঞ্জেলিনা গমেজ
হলিক্রশ হাই স্কুল, ঢাকা।

খ্রিস্টিনা স্নেহা গমেজ
হলিক্রশ হাই স্কুল, ঢাকা।

## পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানীতে বাণী ঘোষক সেবা দায়িত্ব প্রদান- ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু:** ২৬ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ 'পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে' বাণী ঘোষক সেবা দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬ ঘটিকায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী'র গির্জা প্রাঙ্গণ থেকে বাণী ঘোষক প্রার্থী, সেমিনারীয়ান, খ্রিস্টভক্তগণ, বিশপ মহোদয় ও ফাদারগণ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। মোট ১৪ জন সেমিনারীয়ান বাণী ঘোষক সেবা দায়িত্ব লাভ করেন।

খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ। তাকে সহায়তা করেন ফাদার পল গমেজ, ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা, ফাদার মিল্টন যোসেফ রোজারিও, ফাদার স্ট্যানলী কস্তা, ফাদার ফ্রান্সিস মুরমু, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ, ফাদার সুজন কর্ণেলিউস গমেজ ।

বিশপ মহোদয় উপদেশ বাণীতে চারটি বিষয়ে বাণী ঘোষক সেবা দায়িত্ব প্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রথমত: "নবায়ণ (Renew): নিজেকে সবসময় নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হয়। দ্বিতীয়ত: নম্রতা (Humble)। তৃতীয়ত: ধৈর্য্য (Patience)। চতুর্থত: সরল জীবনযাপন (Simple Life Style)। তিনি প্রার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমাদের অন্তরে যেন যিশুর বাণীকে ধারণ করতে পার এবং পাঠ, ধ্যান ও প্রার্থনা, আত্মস্থ করতে হবে এবং অন্যের কাছে যিশুর বাণীপ্রচার করা।

খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার পল গমেজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং প্রত্যেক বাণী ঘোষক সেবা দায়িত্ব প্রাপ্তদের একটি করে 'পবিত্র বাইবেল' ও তাদের নিজস্ব ছবি প্রদান করেন।

## মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

**দিগন্ত গমেজ:** ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মোট ৮৮ জন কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের নিয়ে গত ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসের মূলসুর ছিল: যুব জীবনে মিলন সাধনা: অন্তর্ভুক্তি ও সংহতি। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ।

খ্রিস্টযাগের পর শুরু হয় দিবসের মূল কার্যক্রম। উদ্বোধন প্রার্থনা, আসন গ্রহণ ও উদ্বোধনী নৃত্যের পর শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার উত্তম রোজারিও। এরপর মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। তিনি বলেন, " যৌবনকাল হল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় ঐশবিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসায় জীবনকে গড়ে তুলতে হয়। নানামুখী জ্ঞান ও প্রতিভার বিকাশ করে দেশ, সমাজ, পরিবার তথা মানবের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করার মধ্য দিয়েই যুবরা নিজেদের জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও সফল করতে পারে"।

"তোমরা আশায় আনন্দিত হও"-এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার উজ্জ্বল রিবেরু। যাজকীয় জীবনাহ্বানে সাড়া দান সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ডিকন বিনেশ তিগ্যা। সহভাগিতা শেষ হলে সবাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পরিশেষে ফাদার উত্তম রোজারিও সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## "মুক্তিদাতা হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

**ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি:** "শিক্ষার জন্য নতুন সামাজিক চুক্তি নির্ধারণে প্রয়োজন শিক্ষকদের মতামতের মূল্যায়ন" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৫ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার মুক্তিদাতা হাই স্কুল, বাগানপাড়া, রাজশাহী-এর আয়োজনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি।

দিবসের প্রারম্ভে ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে মূলসুরের উপর একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন। অতপর সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থীসহ হল রুমে প্রবেশ করলে উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা, অতিথি, প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা

ও অভিভাবকবৃন্দকে আসন গ্রহণ, ফুলের তোড়া, উত্তরীও পরিয়ে বরণ করে নেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে মিসেস মনিকা ঘরামী সকলকে শিক্ষক দিবসের উষ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ও শিক্ষক দিবসের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সহকারী শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম সহভাগিতা করেন। এছাড়াও শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয়, ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী ও প্রধান শিক্ষক তাদের বক্তব্যে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। বক্তব্যে তারা বলেন শিক্ষকতা একটি উঁচু মানদণ্ডের সেবা কাজ এবং এই সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা সকল শিক্ষককে উৎসাহ প্রদান করে বলেন যে, এই সেবা কাজের উপরই নির্ভর করে অন্যান্য সকল পেশা অর্থাৎ শিক্ষকতাই সকল পেশার জনক, ধারক ও বাহক। পরবর্তী অংশে দেয়ালিকা উন্মোচন, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ, সম্মাননা স্মারক প্রদান, বিশেষ উপহার প্রদান ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়। পরিশেষে প্রধান শিক্ষক মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## বড়পাড়া ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

**শিবলাল সামুয়েল মার্ডী:** গত ১৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রবিবার পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর লূর্দের রাণী মা মারীয়া, বনপাড়া ধর্মপল্লীতে ১৩০ জন শিশু ও এনিমেটরসহ শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। শিশু মঙ্গল দিবসের মূলসুর ছিল, "ভোজসভায় সবাইকে নিমন্ত্রণ জানাও"। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং অন্যান্য ফাদারগণ তাকে সহায়তা করেন। খ্রিস্টযাগের পর শ্লোগানের মধ্য দিয়ে নতুন গির্জা হতে পুরাতন গির্জায় এগিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ফাদার পিউস গমেজ মূলসুরের আলোকে তাঁর জীবন সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, "এসো ধর্ম শিখি এবং বিশ্বাসে বেড়ে উঠি"। তিনি আরো বলেন, এই ভোজসভার অর্থ হলো আমরা যেন পবিত্র খ্রিস্টযাগ এবং বাণী পাঠের মাধ্যমে যিশুর সাথে ভোজসভায় অংশগ্রহণ করি। মূলসুরের উপর আরও সহভাগিতা করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন, আমাদের সবাইকে প্রভুর ভোজে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যিশু শিশুদেরকে আহ্বান করেছেন যেন তারা তাঁর সাথে পথ চলতে পারে। আর পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ লাভ করে আমরা পরস্পরের সাথে একাত্ম হতে পারি। । শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে দুপুরের আহার ও শেষ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস সমাপ্ত হয়।

## ওয়ার্কশপ ফর দা সিস্টারস এণ্ড ইউথ

**উদয় মার্টিন কোড়াইয়া ও অথৈ ঘোষ:** তালিকাকুম বাংলাদেশ গত ২৪-২৬ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ সাভার বিসিআর সেন্টারে আয়োজন করে। এই ওয়ার্কশপের মূলসুর ছিল "Journing Together To End Human Trafficking Compassion In Action for Transformation" উক্ত ওয়ার্কশপে ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে ২৬ জন যুবক-যুবতী, ২০ জন সিস্টার এবং ১ জন ব্রাদারসহ মোট ৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন।

২৪ অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার সেলিনা এবং সিস্টার মিতুর পরিচালনায় সন্ধ্যা প্রার্থনার মাধ্যমে ওয়ার্কশপ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যা ভোজের পর ইউথ এম্বাসেডর জয় আন্তনী রোজারিও অংশগ্রহণকারীদের স্বাগতম জানিয়ে এবং পরিচয় পর্বের মাধ্যমে ওইদিনের কর্মসূচী সমাপ্তি করে।

২৫ অক্টোবর, শুক্রবার সকালে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে মূল সেমিনারের শুভ উদ্বোধন হয়। ১ম অধিবেশনে তালিথাকুম বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট সিস্টার দীপিকা কোড়াইয়া (ওএসএল) পাঁচজনকে পাঁচ শ্রেণীর মানুষের চিরকুট দিয়ে একটি কর্মের মাধ্যমে "আমাদের আসল পরিচয় মানুষ" শিক্ষা প্রদান করেন। এরপর তিনি তালিথাকুম সম্পর্কে ধারণা দেন। তালিথাকুমের লোগোর অর্থ হল "আমাদের হাতে শক্তি আছে"। হাত দিয়ে আমরা ভালো ও মন্দ উভয় কাজই করতে পারি।

২য় অধিবেশনে কো-অর্ডিনেটর সিস্টার যোসেফিন রোজারিও (এসএসএমআই) তালিথাকুম বাংলাদেশের যাত্রা সম্পর্কে বলেন। তালিথা কুমের অর্থ "খুকু জেগে ওঠো"। ১০২টি দেশে তালিথা কুমের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে আছে। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তালিথা কুম ইউথ এম্বাসেডর শুরু হয়।

৩য় অধিবেশন পরিচালনা করেন কারিতাস বাংলাদেশ থেকে লিটন গমেজ। তিনি মানব পাচার কিভাবে হয় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আমরা ভবিষ্যতে কিভাবে নিজেকে এবং মানুষকে মানব পাচার হতে রক্ষা করতে পারি। তারপরে সেশনে সিস্টার মিতু (আরএমডিএম) Talithakum's Call to Action বই সম্বন্ধে ধারণা দেন। দুপুরের আহার শেষ করে সিস্টার সেলিনা (এসএমআরএ) উদাহরণসহ মানব পাচারের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। সিস্টার যোসেফিন (এসএসএমআই) অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে ৩টি অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে বলেন। অগ্রাধিকার তিনটি হলো- ১. বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন, ২. সামগ্রিক, উদ্ধার কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ৩. সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

তালিথাকুম বাংলাদেশ এর যুব এম্বাসেডরগণের মধ্যে জয় আন্তনী রোজারিও এবং নিকোলাস নয়ন বিশ্বাস তালিথাকুমের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন। তারা অংশগ্রহণকারীদেরকে "Walking in Dignity" অ্যাপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এই অ্যাপের লক্ষ্য মানব পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং আচরণগত পরিবর্তন প্রচার করা। সাভার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত অমল ডি' ক্রুশ দিনের খ্রিস্টযাগ প্রদান করেন।

তালিথাকুম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার লিটন গমেজ তালিথাকুম বাংলাদেশের নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে আলোচনা করেন ২৬ অক্টোবর। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ডাইয়োসিস পর্যায়ে থাকা সিস্টারগণ এবং যুবক ফোরামদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তার সাথে তালিথাকুমের ভবিষ্যতের (Action plan) সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনায় আগামী বছরের জুলাই মাসের মধ্যে দিনাজপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে মানব পাচার প্রতিরোধে সেমিনার আয়োজন করার পরিকল্পনা করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ ও দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনার সমাপ্ত হয়।

# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জরুরী ভিত্তিতে ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিঃ (NICL) এ কিছু সংখ্যক **"জুনিয়র অফিসার-বিজনেস ডেভেলপমেন্ট"** এবং **সমবায় এজেন্ট** নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদেরকে জীবন বৃত্তান্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র **bdm.nicl@gmail.com** -এ প্রেরণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**বিঃ দ্রঃ** অভিজ্ঞ প্রার্থীদের এবং সমবায় এজেন্ট এর ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। মোবাইল: ০১৯১৩৫২৬৩৬৫।

ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেটিভ লিমিটেড
জেনেটিক প্লাজা(লেভেল ৩), বাড়ি # ১৬, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

বিজ্ঞ/১৭২/২৪



# ২৫ তম মৃত্যুবার্ষিকী

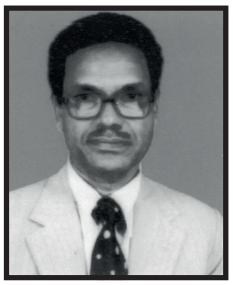

**নাম : ইগ্নেসিয়াস পিউরীফিকেশন**
**জন্ম : ২০ অক্টোবর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ**
**মৃত্যু : ২১ জানুয়ারী ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ**

সময়ের ধারাবাহিকতায় বছর ঘুরে এলো বেদনা বিধূর ২১ জানুয়ারী, যেদিন তুমি এ জগৎ সংসারের মোহমায়া ত্যাগ করে স্বর্গীয় পিতার কোলে স্থান নিয়েছ। এই দিনটি আমরা শ্রদ্ধা ভরে শোকাহত চিত্তে স্মরণ করি। আমাদের আর্শীবাদ কর যেন তোমার জীবন আদর্শে পথ চলতে পারি।

তোমার স্মৃতি ও ভালোবাসা আমাদের মধ্যে সব সময় থাকুক। পরম করুনাময় তোমার আত্মার চির শান্তিদান করুন।

**তোমার শোকাহত পরিবার**
ক, ১১৬/১ দক্ষিন মহাখালী
গ্রাম : ছাইতান, নাগরী, কালীগঞ্জ।

বিজ্ঞ/১৬৯/২৪



# নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৪-২০২৫/৪৩৪

তারিখ ঃ ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

| ক্রঃ | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বয়স | লিঙ্গ | বেতন স্কেল | শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | **ট্রেইনী**, (প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মএলাকার জন্য প্রযোজ্য) (চুক্তিভিত্তিক) | ০৫ | **অনূর্ধ্ব ৩০ বছর** | পুরুষ/ নারী | ১৫,০০০/- | - অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন / বাণিজ্য বিভাগে(একাউন্টস,ফিন্যান্স, মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট) ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়।<br>- প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মধ্যে যে কোন সেবাকেন্দ্র/বিভাগে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।<br>- ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>- কম্পিউটারে এম.এস. অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল) পরিচালনায় জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়। |
| ০২ | **ট্রেইনী**, (শুধুমাত্র নাগরী সেবাকেন্দ্র এর জন্য প্রযোজ্য) (চুক্তিভিত্তিক) | ০১ | **অনূর্ধ্ব ৩০ বছর** | পুরুষ/ নারী | ১৫,০০০/- | - অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন / বাণিজ্য বিভাগে (একাউন্টস, ফিন্যান্স,মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট) ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়।<br>- প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মধ্যে যে কোন সেবাকেন্দ্র/বিভাগে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।<br>- ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।<br>- কম্পিউটারে এম.এস. অফিস (ওয়ার্ড, এক্সেল) পরিচালনায় জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়। |

**শর্তাবলীঃ-**
০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসমস্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় যে কোন জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রাথীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

**মাইকেল জন গমেজ**
সেক্রেটারী-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

**আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা**
**চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)**
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/১৭৩/২৪

# অনন্ত যাত্রায় ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী

**প্রয়াত আগষ্টিন কস্তা**
জন্ম: ২৮ এপ্রিল, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
তিরিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

"**বাবা** কতদিন, কতদিন দেখিনা তোমায়, কেউ বলে না তোমার মতো কোথায় খোকা ওরে বুকে আয়, মানিক, কোথায় আমার ওরে বুকে আয়।" এটি একটি বিখ্যাত গান বাবা। **বাবা**, তুমি আমাদের অস্তিত্ব। **বাবা**, এমন একটি শব্দ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক **আবেগ**, **অনুভূতি** ও **ভালোবাসা**। **বাবা**, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার। বাবা, আমাদের আদর, স্নেহ, ভালোবাসা, আস্থা, ভরসা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা। **বাবা**, তুমি ছিলে আমাদের রক্ষক। ছিলে আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। আমাদের সকল সমস্যার সমাধান, আমাদের সকল ভালোবাসার উৎস।

**বাবাকে**, আমরা অনেক নামেই ডেকে থাকি, কিন্তু **"বাবা"** হল সবচেয়ে সুন্দর, মিষ্টি একটা ডাক। বাবা, ডাকটি দিলেই আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভালোবাসার অপর নাম **বাবা**, শুধু-ই **বাবা**। **বাবা**, তোমাকে আমরা অনেক ভালোবাসি। সময়ে-অসময়ে মিস্ করেই যাচ্ছি। আমার অনেক সমস্যার সমাধানের দাতা ছিলে তুমি **বাবা**। তোমার ঐ নির্মল হাসিটাই বলে দেয় তুমি মানুষটা কেমন ছিলে। অনেক ভালোবাসি **বাবা** তোমাকে। এভাবে উপর থেকে সারাক্ষণ আমাদের ছায়া হয়ে থেকো। তোমার সকল সম্পর্কের মানুষদের কাছে তুমি অনেক ভালো একটি মানুষ ছিলে, থাকবে, চিরদিন, চিরকাল।

আজ, তোমার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকীতে বাবা, তোমার সহ এই পৃথিবীর সকল মৃত-জীবিত বেঁচে থাকা **বাবাদের** জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা আর সদ্য ফোটা ফুলের অনেক অনেক ভালোবাসা ❤❤❤।

আজকের এ দিনে বিশেষ প্রার্থনা করি বাবা, ঈশ্বর যেন তোমাদের তাঁর কোলেই স্থান দেন। এই প্রার্থনায় –

**তোমার আদরের–**
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি, চুমকী এবং পরিবারবর্গ।

বিজ্ঞ/১৬৩/২৪

**প্রয়াত কাকলী মার্গারেট গমেজ**
জন্ম : ৭ নভেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ

**প্রয়াত ডানিয়েল গমেজ**
জন্ম : ৯ অক্টোবর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

আমার ৬ষ্ঠ সন্তানের মধ্যে তুমি ছিলে ৪র্থ সন্তান। কখন যে, দেখতে দেখতে ২৮টি বছর পার হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। আমে তোমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনি। তোমার ভাই-বোন ও সহপাঠিরা এখনও তোমার গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করে।

কখন যে, ১২টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে বুঝতেই পারিনি। তোমাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করি। ঈশ্বরের রাজ্যে ভালো থেকো এই কামনা করি।

**পরিবারের পক্ষে**
**হেলেনা গমেজ**
গ্রাম : শুলপুর, শুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

বিজ্ঞ/১৬৪/২৪

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ৩৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 39
Regd. No. DA-33
❖ 3 - 9 November, 2024, ১৮ - ২৪ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

## স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকী

### প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা নিকোলাস গনছালভেস

জন্ম : ২৫ আগস্ট, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ নভেম্বর, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
গেজেট নং - ৩০৫৬
ধনুন, নাগরী, কালিগঞ্জ

## ভালোবাসায় স্মরি

শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ

৫ই নভেম্বর এইদিনে আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছ। আজও এই নির্মম বাস্তবতা মেনে নিতে আমাদের কষ্ট হয় যে, তুমি আমাদের মাঝে নেই, তবুও তুমি বেঁচে আছো আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় মাঝে, আছো প্রিয়জনদের হৃদয়ে। আমরাও বেঁচে আছি তোমার আদর স্নেহ ও ভালোবাসাকে সম্বল করে। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতিগুলো যত্নে রেখেছি যা কোনদিনই ভুলে যাওয়ার নয়।

তুমি স্বর্গধাম হতে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন, আমরা তোমার ভালো কাজ, ভালোবাসা, দয়া, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা অনুসরণ করতে পারি এবং ভালোবাসা, একতায়, মিলন ও শান্তিতে একত্রে বাস করতে পারি। আমরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গে আছ পিতার সান্নিধ্যে। জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমারই প্রিয় সন্তানেরা

ছেলে-ছেলে বউ : লিটন ও পারভীন গনছালভেস
বড় মেয়ে ও জামাই : চিত্রা ও এলিয়াস রোজারিও (ইতালী)
মেঝো মেয়ে ও জামাই : লিপি ও সজল পিউরীঃ (ভাসানিয়া)
ছোট মেয়ে ও জামাই : লাকী ও চার্লস বাবু (সুইডেন)
নাতি : ঐশ্ব, অপূর্ব, লিয়ান, লিড়িও ও অস্কার
নাতিন : এমি, লাবন্য ও অবন্তী
স্ত্রী : মুকুল সেবাষ্টিনা রোজারিও

## প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

### আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | বুক্ড | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | বুক্ড | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | | ২৯০ ইউএস ডলার |

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।

বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org